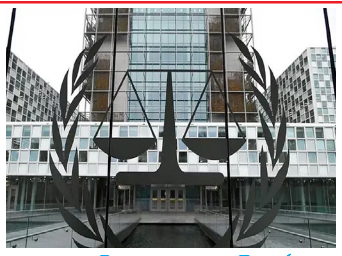

তালিবানের শীর্ষ নেতাদের গ্রেপ্তারে আইসিসির নির্দেশ

সারে-জমিন

আকরামের বাইক অ্যাম্বুলেন্স দুর্গতদের জন্য বিপদের বন্ধু

রূপসী বাংলা

ইসরায়েল ও তুরস্ক কি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে?

সম্পাদকীয়

'আল আমীন উৎসব' উপলক্ষে সেজে উঠেছে খলতপুর ক্যাম্পাস

সাধারণ

আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শনিবার
২৫ জানুয়ারি, ২০২৫
১১ মাঘ ১৪৩১
২৩ রজব ১৪৪৬ হিজিরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

জাতীয় গেমসে পদক জিতলেই মিলবে চাকরি, ঘোষণা রাজ্যের

খেলতে খেলতে

Vol.: 20 ■ Issue: 25 ■ Daily APONZONE ■ 25 January 2025 ■ Saturday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

পুলিশ ও হাসপাতালের প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা নিয়ে মমতাকে দুষলেন নির্যাতিতার বাবা-মা

আপনজন ডেস্ক: আর জি কর হাসপাতালে নির্যাতিতার বাবা-মা শুক্রবার বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের মেয়ের ধর্ষণ ও হত্যার প্রমাণ নষ্ট করার জন্য পুলিশ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কথিত চেষ্টার দায় অস্বীকার করতে পারেন না। নির্যাতিতার বাবা-মা অভিযোগ করেন, পুলিশ ও হাসপাতাল "মূল ষড়যন্ত্রকারীদের" আড়াল করার চেষ্টা করেছিল, যার ফলে সিবিআই সমস্ত অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনতে ব্যর্থ হয়েছে। মৃত চিকিৎসকের মা একটি প্রথম সারির বাংলা টিভি চ্যানেলকে বলেছেন, কলকাতা পুলিশ, হাসপাতাল প্রশাসন এবং শাসক দল তৃণমূলের জনপ্রতিনিধিরা এই ভয়ঙ্কর ঘটনাকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন, যাতে সত্যিটা সামনে না আসে। গত বছরের ৯ আগস্ট আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সেমিনার হলে অর্ধনগ্ন অবস্থায় ৩১ বছরের স্নাতকোত্তর প্রশিক্ষণার্থীর দেহ উদ্ধার হয়। গত ২০ জানুয়ারি নিম্ন আদালত ধর্ষণ-হত্যা মামলায় একমাত্র আসামি সঞ্জয় রায়কে

যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়।
মৃতের মা বলেন, কলকাতা পুলিশ, হাসপাতাল ও প্রশাসনের ব্যর্থতা মুখ্যমন্ত্রী অস্বীকার করতে পারেন না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিশ ও স্বাস্থ্য দফতরের দায়িত্বও সামলেছেন। মুখ্যমন্ত্রীকে ব্যাখ্যা দিতে হবে, কেন অপরাধস্থল সিল করা যায়নি এবং বিপুল সংখ্যক দর্শক ঢুকে প্রমাণ নষ্ট করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীকে ব্যাখ্যা করতে হবে, ৯ অগাস্ট সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ওই এলাকায় ৬৮ জনের ফুটেজ থেকে কেন শুধু একজনকেই সঞ্জয় রায়কে অপরাধের জন্য চিহ্নিত করা হল? নির্যাতিতার বাবা আরও বলেন, সিবিআইয়ের কাছে আমাদের সাক্ষ্য সত্ত্বেও সিবিআই এই বিষয়গুলির যথাযথ সুরাহা করেনি। তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, এই অভিযোগ দুর্ভাগ্যজনক। তিনি বলেন, কিছু শক্তি তৃণমূল সরকার ও মুখ্যমন্ত্রীকে বদনাম করার জন্য খারাপ চোখে দেখাতে চাইছে।

সংসদে ওয়াকফ বিল পেশের আগে 'ছক' বিজেপির!

জেপিসিতে থাকা বিরোধী দলের ১০ সাংসদ সাসপেন্ড

আপনজন ডেস্ক: ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে যৌথ সংসদীয় কমিটির (জেপিসি) বৈঠকে অংশ নেওয়া বিরোধী দলের ১০ জন সদস্যকে শুক্রবার একদিনের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে।
কংগ্রেস সাংসদ তথা সাধারণ সম্পাদক (যোগাযোগ) জয়রাম রমেশের একটি এক্স পোস্ট অনুসারে, ১০ জন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে চিঠি লিখে বলেছেন, ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে জেপিসি যে নির্লজ্জভাবে অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাজ করছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। আজকের বৈঠকে যোগ দিতে পারেননি এমন আরও ২ জন বিরোধী সাংসদ এই চিঠির সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত করেছেন।
চিঠির একটি অংশে লেখা হয়েছে: 'চেয়ারম্যানের বুদ্ধি প্রয়োগ না করে জেপিসির (ওয়াকফ বিল সম্পর্কে) কার্যক্রম তাড়াহুড়ো করা প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষে মোড়ানো ধাঁধা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের অভিমত, কমিটির সদস্যদের সাসপেন্ড করার ক্ষমতা জেপিসি চেয়ারম্যানের নেই।'
এর আগে বিরোধীরা জগদম্বিকা পালের বিরুদ্ধে মামলা প্রহসনে পরিণত করার অভিযোগ তুলেছিলেন এবং অভিযোগ করেছিলেন যে তিনি সরকারের নির্দেশে কাজ করছেন, চেয়ারম্যান

তৃণমূল কংগ্রেস নেতা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সভা ব্যাহত করার জন্য তাদের আচরণের নিন্দা করেছিলে। অভিযোগ করেছিলেন যে তিনি সভাটি শৃঙ্খলাবদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন, দু'বার সভা স্থগিত করেছিলেন, তবে নিরর্থক।
বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে বিরোধী সাংসদদের সাসপেন্ড করার প্রস্তাব পেশ করেন। বহিষ্কৃত সদস্যরা হলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নাদিম-উল হক (তৃণমূল কংগ্রেস), মহম্মদ জাভেদ, ইমরান মাসুদ ও সৈয়দ নাসির হুসেন (কংগ্রেস), এ রাজা ও মহম্মদ আবদুল্লা (ডিএমকে), আসাদউদ্দিন ওয়াইসি (এআইএমআইএম), মহিবুল্লাহ (সমাজবাদী পার্টি) এবং অরবিন্দ সাওয়ান্ত (শিবসেনা-ইউবিটি)।
কাশ্মীরের ধর্মীয় প্রধান মিরওয়াইজ উমর ফারুকের নেতৃত্বে জম্মু ও কাশ্মীরের একটি প্রতিনিধি দল খসড়া আইন সম্পর্কে তাদের উদ্বেগ জানাতে ওয়াকফ সংশোধনী বিলের যৌথ কমিটির সামনে হাজির হওয়ার দিনই বিরোধী সদস্যদের সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছিল। এদিন কমিটির বৈঠক শুরু হয় ঝড়ো হাওয়ায়। বিরোধী দলের সদস্যরা চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে সভার কার্যবিবরণী বাষ্পীভূত করা এবং ইচ্ছামতো সভার আলোচ্যসূচি পরিবর্তনের অভিযোগ করেন। বৈঠক সংক্ষিপ্ত মুলতবির পর ফের ডাকা হলে বিক্ষোভ ও উচ্ছৃঙ্খল পরিস্থিতি অব্যাহত থাকায় ১০ বিরোধী সদস্যকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। বরখাস্ত হওয়া একসাংসদদের বক্তব্য, ২১ জানুয়ারি আমাদের বৈঠকের পর চেয়ারম্যান সদস্যদের অবহিত করেন, পরবর্তী সভা ২৪-২৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। বিরোধীরা প্রতিবাদ করেন এবং এ. রাজা ৩০ বা ৩১ জানুয়ারির পরে বৈঠকের সময় নির্ধারণের অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠিও লেখেন। কিন্তু চেয়ারম্যান আমাদের কথা শোনেননি। তিনি আরও জানান, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে শুক্রবারের বৈঠকের আলোচ্যসূচি পরিবর্তন করে মধ্যরাতের দিকে সদস্যদের জানানো হয়। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, চেয়ারম্যান বিরোধী সদস্যদের সঙ্গে গৃহকর্মীর মতো আচরণ করছেন এবং তাদের নিজের মনমতো নির্দেশ দিচ্ছেন। তৃণমূল নেতা বলেন, বৈঠক চলাকালীন জগদম্বিকা পালের কাছে বেশ কয়েকটি ফোন আসে এবং তিনি সরকারের কাছ থেকে এই কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে নির্দেশ নিচ্ছেন বলে অভিযোগ করেন। বিজেপি সাংসদ অপরাজিতা সারঙ্গি অবশ্য দাবি করেছেন, বিরোধীরা যে আচরণ করেছেন, তা 'ন্যক্কারজনক'। কারণ তাঁরা সভা চলাকালীন ক্রমাগত গোলমাল তৈরি করছিলেন এবং জগদম্বিকা পালের বিরুদ্ধে অসংসদীয় ভাষা ব্যবহার করছিলেন। সরকারি সূত্র জানায়, কমিটি আগামী ২৯ জানুয়ারি চূড়ান্ত প্রতিবেদন পেশ করবে। উল্লেখ্য, বিজেপি চাইছে বাজেট অধিবেশনে ওয়াকফ বিল সংসদে পেশ করতে। সেই সময় বিরোধী দলের সাংসদরা সাসপেন্ড হওয়ার কারণে বিজেপি ফায়দা তুলতে পারে।

সম্ভলে ধ্বংসের সাত দিন পর আদালত অবমাননার মামলার শুনানি সুপ্রিম কোর্টে

আপনজন ডেস্ক: সম্পত্তি ভাঙার বিষয়ে শীর্ষ আদালতের রায় লঙ্ঘনের অভিযোগে সম্ভলে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা শুরু করার জন্য একটি আবেদনের এক সপ্তাহ পরে শুনানি হবে বলে শুক্রবার জানিয়েছে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি বি আর গাভাই এবং বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মাসিহের বেঞ্চের সামনে এই আবেদনটি শুনানির জন্য উঠেছিল।
আবেদনকারী মহম্মদ ঘাইয়ুরের আইনজীবী ব্যক্তিগত অসুবিধায় পড়েছেন বলে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য মুলতুবি চেয়েছিলেন।
তিনি বেঞ্চকে এক সপ্তাহ পরে বিষয়টি শুনানির জন্য স্থগিত করার আহ্বান জানান। বেঞ্চ জানিয়েছে, এক সপ্তাহ পরে আবেদনটি শুনানির জন্য আসবে।
আইনজীবী চাঁদ কুরেশির মাধ্যমে দায়ের করা আবেদনে আবেদনকারী গত বছরের ১৩ নভেম্বর শীর্ষ আদালতের রায় লঙ্ঘনের অভিযোগ করেছেন, যেখানে গোটা ভারত নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল যে আগাম কারণ দর্শানোর নোটিশ ছাড়া কোনও সম্পত্তি ভাঙা উচিত নয় এবং ক্ষতিগ্রস্থদের জবাব দেওয়ার জন্য ১৫ দিন সময় দেওয়া উচিত। পিটিশনে দাবি করা

হয়েছে, উত্তরপ্রদেশের সম্ভলের কর্তৃপক্ষ ১০-১১ জানুয়ারি আবেদনকারীর বা তাঁর পরিবারের সদস্যদের কোনও আগাম নোটিশ এবং সুযোগ না দিয়েই তাঁর সম্পত্তির একটি অংশ বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়েছে।
আবেদনে বলা হয়েছে, "আবেদনকারী বলেছেন যে তাঁর এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের কাছে সম্পত্তির সমস্ত প্রয়োজনীয় নথি, অনুমোদিত মানচিত্র এবং অন্যান্য সম্পর্কিত নথি ছিল, কিন্তু অভিযুক্তরা আবেদনকারীর সম্পত্তির প্রাঙ্গণে এসে উল্লিখিত সম্পত্তিটি ভেঙে ফেলতে শুরু করে। বেশ কয়েকটি নির্দেশ পাশ করে শীর্ষ আদালত ২০২৪ সালের নভেম্বরের রায়ে স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে রাস্তা, ফুটপাথ, রেললাইন বা কোনও নদী বা জলাশয়ের মতো জনসাধারণের জায়গায় অননুমোদিত কাঠামো থাকলে এবং আদালত কর্তৃক ভেঙে ফেলার আদেশ থাকলে সেগুলি প্রযোজ্য হবে না।

প্রথম নজর

কমিউনিটি হলের ভিত্তি স্থাপন মথুরাপুরে

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● মথুরাপুর

আপনজন:এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে সাংসদ হয়েই সেই দাবি পূরণে এগিয়ে এলো স্থানীয় সাংসদ।তাঁরই উদ্যোগে পথ চলা শুরু হলো মথুরাপুরে বহু প্রতীক্ষিত কমিউনিটি হলের।শুক্রবার ধর্মীয় রীতি মেনে পুজো অর্চনার মধ্যে দিয়ে মথুরাপুর থানার কৃষ্ণচন্দ্রপুর বিবেকানন্দ কমিউনিটি হলের ভিত্তি প্রস্থর স্থাপন করলেন মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার।এছাড়া উপস্থিত ছিলেন মথুরাপুর থানার ওসি সুদীপ মন্ডল, কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক চন্দন কুমার মাইতি,মথুরাপুর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মানবেন্দ্র হালদার, বিবেকানন্দ সেবা সংঘের সেক্রেটারি সহ আরো অনেকে।এই প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় ৮৮,৫৩,৯৮৯ টাকা। আগামী ৬ মাসের মধ্যে কাজ শেষ হবে। এখানে কয়েক হাজার মানুষ বসে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান দেখতে পারবেন।আর এই কমিউনিটি হল তৈরি হচ্ছে দেখে খুশি এলাকার মানুষ।

আকরামের বাইক অ্যাম্বুলেন্স দুর্গতদের জন্য বিপদের বন্ধু

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মাদারিহাট

আপনজন: আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাট বীরপাড়া ব্লকের দলদলিয়া এলাকার বাসিন্দা মোহাম্মদ আকরাম এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। দীর্ঘ ৯ বছর ধরে তিনি বিনামূল্যে বাইক অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা দিয়ে আসছেন। ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়েতে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে তিনি দ্রুত ছুটে যান এবং আহতদের হাসপাতালে পৌঁছে দেন।

মানবসেবায় নিবেদিতপ্রাণ আকরাম তার ব্যক্তিগত বাইককে অ্যাম্বুলেন্সে রূপান্তরিত করে প্রতিনিয়ত এই কাজ করে চলেছেন। তার এই প্রচেষ্টা শুধু দুর্ঘটনার শিকার মানুষদের নয়, বরং পুরো এলাকার মানুষের জন্য এক অসামান্য উদাহরণ। জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে মানুষের সেবা করাকেই বেছে নিয়েছেন মোহাম্মদ আকরাম। তার এই উদ্যোগ এবং নিরলস প্রচেষ্টা সমাজে সহমর্মিতার উদাহরণ হয়ে থাকবে। এই ধরনের কিছু মানুষের উদার অবদান আজও সমাজে দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। যা সুস্থ সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করছে। কোন প্রচার ছাড়াই নিস্তব্ধে কিছু মানুষ এই ধরনের সেবামূলক কাজে ব্রতী। তাঁর মোটরসাইকেলে লাগানো আছে এমারর্জেন্সি হুটার। মানুষ বিপদে পড়লেই সেই হুটার বাজিয়ে মোঃ আকরাম পৌঁছে যান ঘটনা স্থলে। দুর্গম পথ পেরিয়ে অতি দ্রুত পৌঁছন আর্ত ব্যক্তির কাছে। পরিষেবা দিয়ে দুর্মূল্য জীবন বাঁচানোর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালান এই ব্যক্তি। ঝড় জল বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে চলে তার এই মানবসেবা।

এবার তপসিয়াতেও হেলে পড়ল আবাসনের একটি অংশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: যাদবপুর, ট্যাংরা, কামারহাটি, বাগুইহাটির পর এবার আবারো আবাসনের একটি অংশ হেলে পড়ল কলকাতা পুরসভার ৫৯ নম্বর ওয়ার্ডে। ১২ লোকনাথ বোস গার্ডেন লেনে আট বছর আগে একটি আবাসন তৈরি হয়েছিল। তার একটি অংশ হেলে পড়েছে। লোহার ডিম দিয়ে পাশের আবাসনের সঙ্গে হেলে পড়া বিল্ডিংটিকে ঠিক না দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি তলাতেই বিম রয়েছে। নিচ থেকে উপরের দিকে তাকালে দুটি আবাসন যার কাছাকাছি এসে পড়েছে পরস্পর। আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন দুটি আবাসনের আবাসিকরা। ইতিমধ্যে কলকাতা পুরসভার সবকটি ওয়ার্ডের কাউন্সিলরদের কাছে তাদের অঞ্চলে কোন কোন বাড়ি হেলে পড়েছে তার তালিকা চাওয়া হয়েছে।

ওই আবাসনটি তৈরি করার সময় নিয়ম মানা হয়েছিল কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। টপশিয়ার ৫৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জলি বিশ্বাস জানিয়েছেন বিষয়টি তার ও নজরে এসেছে আগে তিনি জানতেন না এরপর পুরসভার এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার তার কাছে ওয়ার্ড এর পুরনো বহু দলের তথ্য জানতে চেয়েছেন তিনি সেই তথ্য সংগ্রহ করে পাঠিয়ে দেবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বেআইনির্মাণের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া নির্দেশ দিয়েছেন সেই বিষয়ে নজরদারি চালানো হচ্ছে আর তার মধ্যেই একের পর এক আবাসনের বহুতল হেলে পড়ছে। প্রথম গত উল্লেখ করা যেতে পারে কলকাতা পুরসভার ৯৯ নম্বর ওয়ার্ড বাঘাযতীনের বিদ্যাসাগর কলোনিতে সম্প্রতি একটি আবাসন হেলে পড়ে। নিচের তলা টিক কার্যত হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে। তদন্ত করে কলকাতা পুরসভা জানতে পারে টেকনিক্যাল ফল্টের জন্য এই ঘটনা ঘটে। এর পাশাপাশি তিন নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণ নারায়ণপুর একটি বাড়িও হেলে পড়ে। ২৩ শে জানুয়ারি বিধান নগর কমিশনারের বাগুইহাটির ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের দুটি বাড়ি হেলে পড়ে।

অন্যদিকে, শহরে একের পর এক হেলে পড়া বাড়ির দায় বাম আমলের কাঁধে চাপালেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। কলকাতায় বাড়ি হেলে পড়েছে বহু বছর ধরে। তাতে আমরাও হেলে পড়েছি। শুক্রবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে এভাবেই প্রত্যুত্তর দেন কলকাতার মেয়র। তিনি বলেন,ক্রিস্টোফার রোডে স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার নিয়ে গেছি। তারা সোমবার রিপোর্ট দেবে। এখন কোথাও বেআইনি বাড়ি হচ্ছে না। আগে হয়েছে।হয় তো টাকা ও খেয়েছে। কিন্তু এখন রোজ রোটের মেইনটেইন করা হচ্ছে। কারণ এখন কিছু হলে তাদের চাকরি চলে যাবে। আমার ৪০১ নোটিশ করেছি। ৬/৮/২০২৪ সালে করা হয়েছিল।

নোটিশ নির্ভর করেছে কলকাতা পৌর সংস্থার। কলকাতা এক লক্ষ বাড়ি রয়েছে। সব জায়গায় পৌঁছে যাওয়ার সম্ভব নয়। প্রথম নয় কমল বোস মেয়র থাকার সময় ২৫ জন মারা গেছে। প্রশান্ত সুরের সময় ১৬ জন মারা গেছে। তার পরেও বাড়ি ভেঙেছে কিন্তু কেউ মারা যায়নি। তার মানে ইলিগ্যাল ৯০ সাল থেকে হচ্ছে। এটা নয় যে এখন হচ্ছে। গার্ডেনরিচের পর আমরা অ্যাপের মাধ্যমে এবং জিও ট্যাগিং করে দিচ্ছি। যেখনে কলকাতায় কোথায় বাড়ি আছে, কোথায় পুকুর আছে সেটা জানা যাবে।

হাওড়ায় হেলে পড়ল বহুতল, আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়ার শরৎ চ্যাটার্জি রোডে হেলে গিয়েছে পাশাপাশি দুটি বহুতল বাড়ি। প্রথম তলার পর থেকে উপরের অংশ প্রায় ঠেকে গিয়েছে। ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা জানান কয়েকবছর ধরে এই অবস্থায় রয়েছে। সম্প্রতি কলকাতার দক্ষিণ শহরতলিতে ঘটে যাওয়া ঘটনার পর এখানকার বাসিন্দাদের মধ্যেও এই নিয়ে কার্যত আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। যদিও এবিষয়ে কেউ কোনো অভিযোগ জানাননি হাওড়া পুরসভায়। বাসিন্দারা জানান সবাই মিলে একটা মিটিং করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।হাওড়া পুরসভার প্রশাসকমন্ডলীর চেয়ারম্যান বলেন, এই ব্যাপারে কোনও অভিযোগ আসেনি। ওয়ার্ডের প্রাক্তন পুরপিতা তথা বর্তমানে হাওড়া পুরসভার প্রশাসকমন্ডলীর সদস্য শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় স্বীকার করেন বহুতল বাড়িটি অনেকদিন ধরে হেলে আছে। যেকোনো মুহূর্তে বড় বিপদ হতে পারে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

দুয়ারে শিবির পরিদর্শন বাইরনের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● সাগরদিঘি

আপনজন: মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী শুক্রবার থেকেই রাজ্যে শুরু হলো আরও এক দফায় দুয়ারে সরকার প্রকল্প, এবার নবম সংস্করণ। শুক্রবার সাগরদিঘী ব্লকের বালিয়া অঞ্চলে দুয়ারে সরকার ক্যাম্প পরিদর্শন করলেন বিধায়ক বাইরন বিশ্বাস, খোঁজ খবর নিলেন শিবিরে আসা সমস্ত মানুষদের। সঠিক পরিষেবা যেন দেওয়া হয় সাধারণ মানুষদের সে কথাও জানান তিনি। ৩৭টি সরকারি পরিষেবা মিলবে এই দুয়ারে সরকার ক্যাম্প থেকে।মূলত এই দুয়ারে সরকারের কার্যক্রম হচ্ছে দুটি ধাপে । প্রথম ধাপে হবে আবেদন গ্রহণ ২৪ শে জানুয়ারি থেকে ১লা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এরপর ২৮শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সরাসরি পরিষেবা চলবে।

ছবি: রহমতুল্লাহ

সেহারাবাজার মিশনে শুরু হল চেতনা উৎসব

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: বাংলার অন্যতম সমাজসেবী শিক্ষক তথা রহমানিয়া ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক বহুমুখী কর্মকান্ডে দেশে বিরল স্থান অর্জন করেছেন। তার মস্তিষ্কপ্রসূত রহমানিয়া ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের চেতনা উৎসব। এই ট্রাস্টের উদ্যোগে ১১তম চেতনা উৎসব শুরু হয়েছে। মানুষের সার্বিক চেতনার বিকাশ এবং সমাজের কল্যাণে এ উৎসব আয়োজন করা হয়েছে। সেহারাবাজার রহমানিয়া আল-আমিন মিশনের ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত এই উৎসবে শীতবস্ত্র বিতরণ, কৃতি ছাত্র-ছাত্রী সংবর্ধনা, প্রতিবন্ধীদের সাইকেল বিতরণসহ নানা সামাজিক কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। হাজী কুতুব উদ্দিন বলেন, "আমাদের উদ্দেশ্য গ্রামেগঞ্জে অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়ানো এবং তাদের সহায়তা করা। আমরা চাই, সমাজের প্রতিটি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ অসহায়দের পাশে দাঁড়াক।"

উৎসবের প্রথম দিনে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ড. রমজান আলি, খণ্ডঘোষের বিধায়ক নবীনচন্দ্র বাগ, সেহারা ট্রাফিক গার্ডের ওসি রক্তিম দত্ত, খণ্ডঘোষ পঞ্চায়েত সমিতির কর্মদক্ষ সাইফুদ্দিন চৌধুরী এবং শেখ মইনুদ্দিন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শেয়ারা বাজার রহমানিয়া ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সভাপতি হাজী বদরুল আলম, সহ-সম্পাদক মাওলানা আশরাফ আলি এবং আল-আমিন মিশনের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ সেলিম। উৎসব তিন দিনব্যাপী চলবে, যেখানে স্থানীয় মানুষ, ছাত্র-ছাত্রী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতি চেতনাকে আরও উজ্জ্বল করবে।

শিশু কন্যা দিবস পালন কড়িধ্যা স্কুলে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: আন্তর্জাতিক শিশু কন্যা দিবস উপলক্ষে সরকারি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে ও দিনটি নানান কর্মসূচির মাধ্যমে পালন করা হয়। সেরূপ বীরভূম জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় সিউড়ি কড়িধ্যা বিদ্যানিকেতনের অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রীদের নিয়ে একটি আইনি সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার। আলোচ্য বিষয় হিসেবে উঠে আসে শিশু শ্রম, বাল্যবিবাহ, শিশু পাপাচার, সাইবার ক্রাইম ইত্যাদি।

শিশুরা সাধারণত কি কি অপরাধ সংক্রান্ত বিষয়ে জড়িয়ে পড়ে। বিনামূল্যে আইনি সাহায্য কি ভাবে পাওয়া যাবে সেসমস্ত বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে ছাত্রীদের পাঠদান করা হয়।

শহরজুড়ে পুলিশি টহলদারি, তবু চোরদের দাপট ধূপগুড়িতে

সাদ্দাম হোসেন ● ধূপগুড়ি

আপনজন: শহরজুড়ে পুলিশি টহলদারির মাঝেও চোরদের দাপট থেকে যেনো কিছুতেই রেহাই পাচ্ছেনা শহর ধূপগুড়ি। সিসিটিভি ক্যামেরার নজর এখন যেনো চোরদের কাছে জলভাত। কনকনে শীতের রাতে একদিকে যখন সাধারণ মানুষ ঘুমে মগ্ন ঠিক তখনই হানা দিচ্ছে চোরেরা। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ফের একবার ধূপগুড়ির একটি বড় মোবাইলের দোকানে চুরির ঘটনা ঘটলে। সিসি ক্যামেরার ফুটেজে ধরা পড়লো চুরির সব ভিডিও। ফুটেজে দেখা যাচ্ছে রীতিমতো মুখে কাপড় পেচিয়ে দোকানের জিনিসপত্র সাবাড় করতে ব্যস্ত এক চোর।

চুরি করে বহাল তবিয়তে সে দোকান থেকে বেরিয়েও গেল। ঘটনাটি ঘটেছে ধূপগুড়ি শহরের একেবারে ব্যস্ততম ফালাকাটা গামি জাতীয় সড়কের ধারে একটি মোবাইলের শোরুমে। গভীর রাতে এক চোর দোকানের ছাদের উপরের টিন কেটে দোকানে প্রবেশ করে দোকানে থাকা ল্যাপটপ, বেশ

কয়েকটি মোবাইল এবং নগদ কিছু ক্যাশ টাকা নিয়ে পালিয়ে দেয়। তবে বারংবার ধূপগুড়ি শহরের চুরির ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে পুলিশী টহলদারির ভূমিকা নিয়ে। এদিকে শোরুমের মালিক বলছেন এভাবে চোরদের দাপাদাপি বাড়লে কিভাবে ব্যবসা চালাবো? তিনি আরও প্রতিদিনের মতো আজ সকালে দোকান খুলি। সবকিছু সাজানো গোছানোই ছিলো কিন্তু টেবিলে কাজের ল্যাপটপ না থাকায় সন্দেহ হয়। তখন ছাদের উঠে দেখি একটি টিন কাটা, তারপর দোকানে জিনিসপত্র দেখি পুরনো কিছু মোবাইল এবং আমাদের প্রায় ১৫ হাজার টাকা নেই। তারপর সিসি ক্যামেরা ফুটেজ দেখেই বুঝতে পারি দোকানে চুরি হয়েছে। এদিকে ঘটনার খবর চাউর হতেই তদন্তে নেমেছে ধূপগুড়ি থানার পুলিশ।

ওবিসি বাতিল ও ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধে ওবিসি সংরক্ষণ মঞ্চের সভা

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: শুক্রবার ওবিসি সংরক্ষন মঞ্চের উদ্যোগে জলঙ্গী ব্লকের সাগরপাড়া থানার খয়রামারি খানপাড়া ঈদগাহ ময়দানে এক বিশাল জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় খারিজি মাদ্রাসা শিক্ষা এবং সংখ্যালঘুদের অধিকার নিয়ে মিডিয়া ও কিছু রাজনৈতিক দলের ধারাবাহিক অপপ্রচার, ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিলের ষড়যন্ত্র, এবং ওয়াকফ সম্পত্তি সম্পর্কিত বিতর্কিত বিলের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়।

সভায় বক্তারা অভিযোগ করেন যে, মাদ্রাসা শিক্ষা ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নয়নকে টার্গেট করে বিভেদমূলক পরিবেশ তৈরি করার অপচেষ্টা চলছে। পাশাপাশি ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিলের মাধ্যমে সংখ্যালঘুদের সাংবিধানিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য বক্তারা ছিলেন এসডিপিআই-এর রাজ্য সভাপতি তায়েদুল ইসলাম, জমিয়াতে আহলে হাদিসের প্রাক্তণ রাজ্য সম্পাদক, বর্তমান মুখপাত্র আলমগীর সর্দার, লেখক ও গবেষক মানিক ফকির প্রভৃতি, এপিডিআর এর জেলা সম্পাদক রাহুল চক্রবর্তী,ওয়েলফেয়ার পার্টির জেলা সম্পাদক গোলাম কিবরিয়া সরকার, ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলীম লীগের নেতা মোঃ সালাউদ্দিন ,আবুল হোসেন মোল্লা, কারিউল ইসলাম আইএসএফ নেতা সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

বক্তারা বলেন, "সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর ধারাবাহিক আক্রমণ বন্ধ করতে হবে। মাদ্রাসা শিক্ষার বিরোধিতা এবং মিডিয়ার অপপ্রচার বন্ধ করা না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটতে আমরা বাধ্য হব।"

সভায় বক্তারা দাবি করেন:

১. মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার বন্ধ করতে হবে।

২. সংখ্যালঘুদের ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিলের প্রক্রিয়া অবিলম্বে থামাতে হবে।

৩. ওয়াকফ সম্পত্তি সুরক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

৪. বিজেপি নেতাদের সাম্প্রদায়িক ভাষণের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।এদিনের সভায় উপস্থিত জনসাধারণের বিপুল সাড়া থেকে বোঝা যায়, এই আন্দোলন শুধু সংখ্যালঘুদেরই নয়, সামগ্রিক সামাজিক ন্যায়বিচারের দাবি। বক্তারা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, যদি দাবি মেনে নেওয়া না হয়, তবে জনগণকে নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মাওলানা হাবিবুর রহমান।পাশাপাশি জলঙ্গীর বিডিও সুব্রত মল্লিকের কাছে লিখিত ডেপুটেশন জমা দেওয়া হয়।

অরঙ্গাবাদ পাবলিক স্কুল প্রাঙ্গণে শুরু বিজ্ঞান মেলা

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: জমজমাট আয়োজনে অরঙ্গাবাদে শুরু হল বিজ্ঞান মেলা। মুর্শিদাবাদের সুতির অরঙ্গাবাদ পাবলিক স্কুল প্রাঙ্গণে শুরু হলো দ্বিতীয় বার্ষিকী বিজ্ঞান মেলা। পথের দাবি ট্রাস্ট এর উদ্যোগে আয়োজিত এই বিঞ্জান মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সাইন্টিস্ট ড: মোহাম্মদ আব্দুল ইলাহ সে'সময় উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সভাধিপতি রুবিয়া সুলতানা, সায়েন্টিস্ট ডঃ মোজাম্মেল হক, জাকির হোসেন মেডিকেল কলেজের প্রেসিডেন্ট মিরা বিবি, বিশিষ্ট সমাজসেবী দীপক কুমার দাস, পথের দাবি ট্রাস্ট এর প্রেসিডেন্ট ডাঃ হেফজুর রহমান, প্রফেসর মোসাব আলী, বিজ্ঞান মেলার উদ্যোক্তারা সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। শুক্রবার থেকে শুরু হয়ে রবিবার পর্যন্ত তিনদিন ব্যাপী চলবে এই বিজ্ঞান মেলা। পথের দাবী সংস্থার পক্ষ থেকে আয়োজিত এই বিজ্ঞান মেলায় মহাকাশ গবেষণা, তারা মন্ডল, মানব জীবনের ক্রম বিবর্তন, থ্রিডি ওপেন থিয়েটার শো মিল্কওয়ে গ্যালাক্সি সহ বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরা হচ্ছে সাধারণ মানুষের সামনে। বিজ্ঞান মেলায় থাকছে বিশেষ চমক। বিজ্ঞান মেলার শুরুতেই সাধারণ মানুষকে সচেতনতা এবং বিজ্ঞান সম্পর্কে জানার জন্য আগ্রহী করে তুলতে বিশেষ পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। সব মিলিয়ে এবারের বিজ্ঞান মেলা কার্যত জমজমাট আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দুয়ারে সরকার শিবির পরিদর্শনে হাজির সাংসদ মহুয়া, জেলাশাসক

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: গোটা রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে নদিয়া জেলাতেও আজ শুরু হয়েছে নবম পর্যায়ের দুয়ারে সরকার কর্মসূচি। শুক্রবার কৃষ্ণনগর এক নম্বর ব্লকের আসাননগরে দুয়ারে সরকার শিবির পরিদর্শন করেন নদীয়া জেলাশাসক এস অরুণ প্রসাদ সহ মহকুমাশাসক অন্য আধিকারিকরা।তেহট্ট-১ ব্লকের দুয়ারে সরকার কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের সংসদ মহুয়া মৈত্র শিবিরে আগত আবেদনকারীদের সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা।নবমতম দুয়ারে সরকার পরিষেবায়, উপভোক্তাদের উপচে পড়া ভিড়।পরিষেবার প্রথম দিনে প্রত্যেকটি ক্যাম্পে অগণিত মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।বেশিরভাগ মহিলারা লক্ষীর ভান্ডার প্রকল্পে নাম নথিভূক্ত করতে আগ্রহী প্রকাশ করে, আর অন্যান্য ক্যাম্প গুলিতে বিভিন্ন পরিষেবার আবেদনের জন্য নাম নথিভুক্ত করে মহিলা এবং পুরুষ

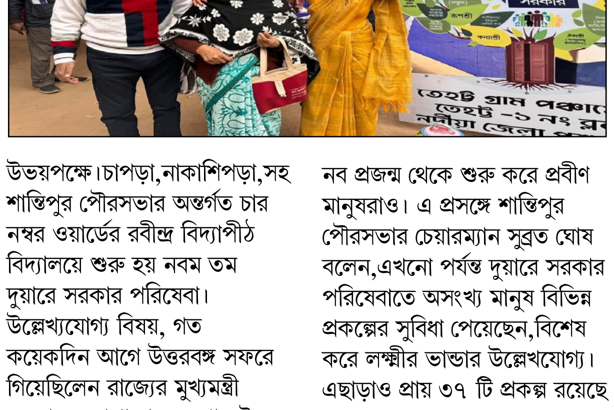

উভয়পক্ষে।চাপড়া,নাকাশিপড়া,সহ শান্তিপুর পৌরসভার অন্তর্গত চার নম্বর ওয়ার্ডের রবীন্দ্র বিদ্যাপীঠ বিদ্যালয়ে শুরু হয় নবম তম দুয়ারে সরকার পরিষেবা। উল্লেখ্যযোগ্য বিষয়, গত কয়েকদিন আগে উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়েছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সেখানেই ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পের আরো বেশ কিছু বিবরণ তুলে ধরেন তিনি,আর নবমতম দুয়ারে সরকার পরিষেবায় ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড ক্যাম্প করতে দেখা যায়। যেখানে আবেদনপত্র জমা দিচ্ছেন নব প্রজন্ম থেকে শুরু করে প্রবীণ মানুষরাও। এ প্রসঙ্গে শান্তিপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুব্রত ঘোষ বলেন,এখনো পর্যন্ত দুয়ারে সরকার পরিষেবাতে অসংখ্য মানুষ বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন,বিশেষ করে লক্ষীর ভান্ডার উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও প্রায় ৩৭ টি প্রকল্প রয়েছে নবমতম দুয়ারে সরকার পরিষেবাতে। প্রত্যেকটি প্রকল্পে মানুষ যাতে সুবিধা পায় তা সুনিশ্চিত করতে পৌরসভার অফিসার থেকে জনপ্রতিনিধিরাও ক্যাম্প গুলিতে পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছে উপভোক্তাদের।

দীর্ঘদিন ধরে হাসপাতালের রাস্তা দখল করে ব্যবসা, উচ্ছেদের নোটিশে চাঞ্চল্য

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের উপর শুধুমাত্র বিষ্ণুপুর মহকুমা এলাকার রোগীরাই নয়, চিকিৎসার ব্যপারে অনেকাংশে নির্ভরশীল পশ্চিম মেদিনীপুর ও হূগলী জেলার সীমানাবর্তী এলাকার মানুষও। কিন্তু এই হাসপাতালে যাতায়াতের পথ এতটাই সংকীর্ণ যে তা দিয়ে বড় গাড়ি বা বড় এম্বুলেন্স যাতায়াত করা দুঃসাধ্য। সৌজন্যে জবরদখল। অভিযোগ দশকের পর দশক ধরে হাসপাতালের জায়গা দখল করে ব্যবসা চালিয়ে আসছেন স্থানীয় বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ী। সম্প্রতি হাসপাতালে যাতায়াতের সেই রাস্তা চওড়া করার উদ্যেশ্যে জবরদখল উচ্ছেদে নামে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

আগামী ২৫ জানুয়ারির মধ্যে উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হয় জবরদখলকারীদের। আর এতেই শুরু হয় শোরগোল।

জবরদখলকারীদের অভিযোগ হাসপাতালের জায়গা দখল করে এতদিন তাঁরা ব্যবসা চালিয়ে এলেও পুরসভাকে তাঁরা নিয়মিত ট্যাক্স দিয়ে এসেছেন। রয়েছে প্রয়োজনীয় ফুড লাইসেন্স ও অন্যান্য অনুমতিও। ফুড লাইসেন্স এর ভ্যালিড রয়েছে ২০২৯ সাল পর্যন্ত। তাই এখন তাঁদের উচ্ছেদ করা হলে আগে তাঁদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষর দাবী এতদিন জায়গা ফাঁকা ছিল। এখন জায়গাটি হাসপাতালের প্রয়োজন। তাই উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হয়েছে। এতে পুনর্বাসন দেওয়ার কোনো প্রশ্ন নেই। হাসপাতালের জবরদখল করা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বিষ্ণুপুর পুরসভা কীভাবে ট্যাক্স সংগ্রহ করতে পারে তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। তবে সমগ্র ঘটনা নিয়ে বিষ্ণুপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান কোন মন্তব্য করতে রাজি হননি।

এই দোকান গুলোর মধ্যে রয়েছে কম্পিউটার সাইন্সে বিটেক ইঞ্জিনিয়ার করা এক বেকার যুবকের দোকান, এই দোকান চলে গেলে পরবর্তীতে সে আর কি করবে ভেবে কুল পাচ্ছে না।

প্রথম নজর

ধনকুবেরদের আশ্রয় দিতে যুক্তরাষ্ট্রে হচ্ছে 'এআই-সজ্জিত বাঙ্কার'

আপনজন ডেস্ক: এআই-চালিত ইনডোর ব্যবস্থা ও সুইমিং পুলসহ একটি বিলাসবহুল বাঙ্কার তৈরি করা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে। আগামী বছর শুরু হতে যাওয়া মাল্টিমিলিয়ন ডলারের এই প্রকল্পটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে, যাতে বিশ্বের অতি ধনীদের আশ্রয় দেওয়া যায়। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক কোম্পানি স্ট্র্যাটেজিক্যালি আর্মর্ড অ্যান্ড ফর্টিফাইড এনভায়রনমেন্টস এই মাসের শুরুতে ওয়াশিংটনের ঠিক বাইরে ভার্জিনিয়ায় ৩০০ মিলিয়ন ডলারের একটি ভূগর্ভ দুর্গ নির্মাণের পরিকল্পনা উন্মোচন করেছে। 'এরি' নামের এই প্রকল্পটি ২০২৬ সালে চালু হবে। বৈশ্বিক দুর্যোগের ক্ষেত্রে সেখানে ৬২৫ জন ধনী ব্যক্তিকে আশ্রয় দেওয়া যাবে বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। বিলাসবহুল ইনডোর সুইমিং পুল ছাড়াও একটি আরোহণ প্রাচীর এবং গুরমেট ডাইনিং সমন্বিত ভূগর্ভস্থ বাঙ্কারটি ক্লায়েন্টদের বেঁচে থাকার জন্য নিরাপত্তা দেবে। এটি হবে একটি রিসর্টের অনুরূপ। অতিথিদের জন্য এআই প্রযুক্তির উন্নত মেডিকেল সেন্টারসহ বিলাসবহুল সুযোগ-সুবিধার কথা থাকবে। সেখানে প্রবেশ ফি হিসেবে জনপ্রতি ২০ মিলিয়ন ডলার খরচ করতে হবে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে। আরটির প্রতিবেদন বলছে, মেম্বারস ক্লাব ও ছাদের একটি পেন্টহাউস ছাড়া সেখানকার সবকিছুই মাটির নিচে অবস্থিত। বাঙ্কারটিতে ইন্টারেক্টিভ দেয়াল, সিলিং এবং বিশেষ আলোর ব্যবস্থা থাকবে সেখানে। অতিরিক্তভাবে রক্ত সঞ্চালন এবং মানসিক সুস্থতার উন্নতির লক্ষ্যে একটি স্টেম সেল নিমজ্জন কক্ষ, পাশাপাশি প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহের জন্য একটি আইভি থেরাপি রুমও থাকবে। বিশ্বের অতি-ধনীদের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করার সঙ্গে সঙ্গে ৫০টি মার্কিন রাজ্যে আবাসিক বাঙ্কার সম্প্রসারণ ও নির্মাণের পরিকল্পনাও রয়েছে নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের।

ইউক্রেনের চেয়ে গাজার শিশুদের কম অগ্রাধিকার দিচ্ছে ইউনিসেফ: রাশিয়া

আপনজন ডেস্ক: ইউক্রেনীয় শিশুদের চেয়ে গাজার শিশুদের কম অগ্রাধিকার দিচ্ছে জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থা ইউনিসেফ। এমনটাই অভিযোগ করেছেন জাতিসংঘে নিযুক্ত রাশিয়ার দূত ভ্যাসিলি নেবেনজিয়া। বৃহস্পতিবার (২৩ জানুয়ারি) গাজায় শিশুদের নিয়ে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের এক অধিবেশনে ভাসিলি বলেন, গাজায় হাজার হাজার শিশুর মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত ভয়াবহ ট্র্যাজেডি সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদকে অবহিত করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন ইউনিসেফের প্রধান। এই পদক্ষেপ গুরুতর নিন্দার দাবি রাখে। ইউনিসেফের প্রধান ক্যাথরিন এম রাসেল ইউক্রেন সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একই অবস্থানে রয়েছেন বলেও অভিযোগ তোলেন রুশ দূত। তিনি বলেন, তার (রাসেল) কর্মকাণ্ড জাতিসংঘ সনদ লঙ্ঘন করেছে। তিনি জাতিসংঘের নিরপেক্ষ কর্মী না হয়ে মার্কিন নাগরিক হিসাবে কাজ করছেন। ভ্যাসিলি নেবেনজিয়া ইউরোপীয় দেশগুলোর প্রতি হতাশা প্রকাশ করেন। তিনি অভিযোগ করেন, ইউরোপীয় দেশগুলো গাজায় শিশু হত্যার জন্য দায়ীদের জবাবদিহিতার আহ্বান জানাতেও ব্যর্থ হয়েছে। সহিংসতা সত্ত্বেও ইসরায়েলকে অস্ত্র সরবরাহ অব্যাহত রেখেছে তারা। তিনি বলেন, গাজার যুদ্ধ সত্যিকার অর্থে একটি লিটমাস টেস্টে পরিণত হয়েছে। এর মাধ্যমে মানবাধিকার রক্ষার নামে পশ্চিমাদের আসল দৃষ্টিভঙ্গি কী, সেটিই ফুটে ওঠে।

তালিবানের শীর্ষ নেতাদের গ্রেপ্তারে আইসিসির নির্দেশ

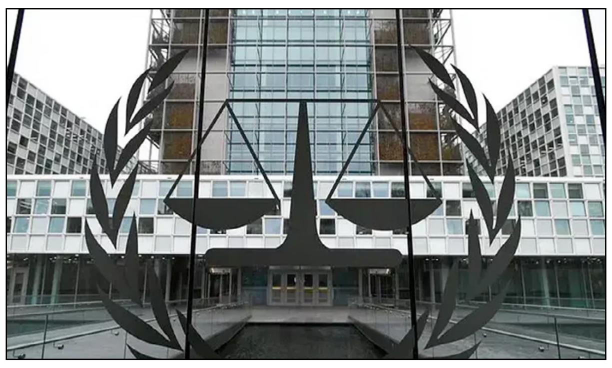

আপনজন ডেস্ক: আফগানিস্তানে নারীদের নিপীড়ন ও অধিকার খর্ব করার অপরাধে তালিবানের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি)। খবর ডয়চে ভেলের। আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের একজন বিচারক জানান, তালিবানের প্রধান নেতা হাইবাতুল্লাহ আখুন্দজাদাসহ বেশ কয়েকজন শীর্ষ নেতাকে গ্রেপ্তারে পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। দেশটির নারী ও নারী শিশুদের প্রতি তালিবান সরকারের নেওয়া বিভিন্ন বৈষম্যমূলক পদক্ষেপকে মানবতাবিরোধী অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করছেন আদালত। বিচারক করিম খান বলেন, পরোয়ানা জারি করার পেছনে হাইবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা ও তার প্রধান বিচারপতি আব্দুল হাকিম হাক্কানির বিরুদ্ধে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। করিম খান বলেন, আফগানিস্তানে নারী ও মেয়েদের পাশাপাশি এলজিবিটিকিউ প্লাস গোষ্ঠীর সদস্যরাও তালিবান সরকার কর্তৃক নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন। তিনি বলেন, আমাদের এই পদক্ষেপ তাদের প্রতি একটি স্পষ্ট বার্তা যে আফগানিস্তানে নারী ও মেয়েদের অধিকার নিশ্চিত হচ্ছে না। তালিবান সরকার ২০২১ সালে দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় এলেও নারী অধিকারের বিষয়ে তাদের অবস্থান প্রথম মেয়াদ (১৯৯৬-২০০১)-এর চেয়ে কিছুটা শিথিল রয়েছে। তবে ক্ষমতায় আসার সঙ্গেসঙ্গেই হাইবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা ইসলামী শরীয়াভিত্তিক আইনের কথা বলে জনপরিসরে নারীদের প্রবেশাধিকার কার্যত বন্ধ করে দেন।

তিন আলোচিত হত্যাকাণ্ডের নথি প্রকাশের নির্দেশ ট্রাম্পের

আপনজন ডেস্ক: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দেশটির ইতিহাসের অন্যতম আলোচিত তিন গুপ্তহত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত গোপন নথি প্রকাশের লক্ষ্যে পরিকল্পনা করতে কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন। হত্যার গোপন নথি প্রকাশে বৃহস্পতিবার ট্রাম্প এ-সংক্রান্ত নির্বাহী আদেশে সই করেছেন। বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশটির ইতিহাসের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ হত্যাকাণ্ড— জন এফ কেনেডি, রবার্ট এফ কেনেডি ও মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রকে হত্যার ঘটনা সংক্রান্ত নথি প্রকাশের পরিকল্পনা সাজাতে কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন ট্রাম্প। প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি ১৯৬৩ সালে টেক্সাসের ডালাসে নিহত হন। তার ভাই রবার্ট এফ কেনেডিকে ১৯৬৮ সালে ক্যালিফোর্নিয়ায় প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবে প্রচারণা চালানোর সময় হত্যা করা হয়। এর ঠিক দুই মাস আগেই যুক্তরাষ্ট্রের বর্ণবাদবিরোধী ও কৃষ্ণাঙ্গদের সম-অধিকার আদায় আন্দোলনের অন্যতম নেতা মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রকে যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি অঙ্গরাজ্যের মেম্ফিস শহরে হত্যা করা হয়। ট্রাম্প তার আদেশে প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তাদের (জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার পরিচালক, অ্যাটর্নি জেনারেল) জন্য কিছু নির্দেশনা রয়েছে। নির্দেশনায় বলা হয়েছে, জন কেনেডি, রবার্ট কেনেডি ও মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র হত্যাকাণ্ড সম্পর্কিত গোপন নথিগুলো প্রকাশ করার বিষয়ে ১৫ দিনের মধ্যে পরিকল্পনা উপস্থাপন করতে হবে। নির্বাহী আদেশে সই করার পর ট্রাম্প হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে সাংবাদিকদের বলেন, দীর্ঘসময়, বছরের পর বছর, দশকের পর দশক ধরে বহু মানুষ এর জন্য অপেক্ষা করছেন এবং সবকিছু প্রকাশ করা হবে। বর্তমানে এই নথিগুলো জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত নয়। এ ছাড়া অন্যদের ক্ষেত্রে একই ধরনের পরিকল্পনা উপস্থাপনের জন্য কর্মকর্তাদের ৪৫ দিন সময় দেওয়া হয়েছে। এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে সরকারি সংস্থাগুলোর, মাফিয়া বা অন্য কোনো ষড়যন্ত্রমূলক তত্ত্বের সম্ভাব্য সংশ্লিষ্টতার গুজবই এ বিষয়ে আলোচনা আরো বাড়িয়েছে।

৫০০ অবৈধ অভিবাসী গ্রেপ্তার: হোয়াইট হাউসের কঠোর অভিযান

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন সংকট আরও গভীর হয়েছে। হোয়াইট হাউস সূত্রে জানা গেছে, দেশজুড়ে পরিচালিত এক অভিযানে বৃহস্পতিবার (২৩ জানুয়ারি) ৫০০-এর অধিক কাগজপত্রহীন অভিবাসীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিবাসন এজেন্টরা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অভিযান চালিয়ে এই ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করে। মার্কিন ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্টের (আইসিই) পরিসংখ্যানের বরাত দিয়ে হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহর থেকে বিভিন্ন অপরাধে অভিযুক্ত ৫৩৮ জনকে গ্রেপ্তার ও ৩৭৩ জনকে আটক করা হয়েছে। আনাদোলু এজেন্সি জানিয়েছে, গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে নিউ ইয়র্কে আইসিইর বাফেলো অফিসে ধর্ষণের দায়ে দোষী সাব্যস্ত লুইস আলবার্তো এসপিনোজা-বোকানসাকা এবং শিশুর বিরুদ্ধে যৌন আচরণের দায়ে দোষী সাব্যস্ত পেদ্রো জুলিও মেজিয়াকেও রয়েছেন। হোয়াইট হাউস উল্লেখ করেছে, দেশের সীমান্ত সুরক্ষিত করতে ট্রাম্প প্রশাসন যে কাজ করছে, এটি তার একটি ছোট নমুনামাত্র। মার্কিন গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, ওয়াশিংটন ডিসি, ফিলাডেলফিয়া, বোস্টন, আটলান্টা, নেওয়ার্ক ও মিয়ামিসহ একাধিক শহরে অপরাধের অভিযোগে অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হচ্ছে।

রুয়ান্ডা-কঙ্গো বিরোধ সমাধানে প্রস্তুত তুরস্ক: এরদোগান

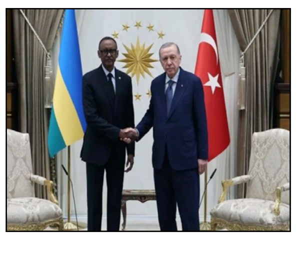

আপনজন ডেস্ক: রুয়ান্ডা এবং কঙ্গো সম্মত হলে তাদের মধ্যে চলমান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের বিরোধ সমাধানের জন্য তুরস্ক যেকোনো সহায়তা দিতে প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোগান। গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানী আঙ্কারায় রুয়ান্ডা প্রেসিডেন্ট পাউল কাগামের সঙ্গে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। এরদোগান বলেন, 'আমাদের সহযোগিতাকে আরও গভীর করার জন্য এই সফরকে একটি নতুন মাইলফলক হিসাবে দেখছি আমরা। রুয়ান্ডা একটি আফ্রিকান দেশ যাকে প্রায়ই রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন মডেলের উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়। আর এই সাফল্যের পেছনে কাগামের 'দূরদর্শী নেতৃত্ব' একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।' তুরস্কের মধ্যস্থতা প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছেন কাগামে। এরদোগানের প্রচেষ্টা নিয়ে তিনি বলেন, 'আপনি সোমালিয়া এবং ইথিওপিয়াকে একত্রিত করে বিভিন্ন সংঘাতে মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করেছেন। এটি অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এই ধরনের উদ্যোগ এই অঞ্চলে একটি ইতিবাচক চিহ্ন রেখে গেছে। আমাদের পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিবেচনা করে, আমরা আপনাকে আমাদের নির্বাচিত অংশীদার হিসাবে দেখে খুশি।' এদিকে আঙ্কারার এক ঘোষণা অনুযায়ী, ইথিওপিয়া-সোমালিয়া ২০২৫ সালে ফেব্রুয়ারির শেষদিকে তুরস্কের সহায়তায় প্রযুক্তিগত আলোচনা শুরু করবে এবং চার মাসের মধ্যে সেই আলোচনা শেষ করবে। সেই সঙ্গে বলা হয়েছে, তারা মতের পার্থক্য এবং বিতর্কিত বিষয়গুলি পরিত্যাগ করতে। সেই সঙ্গে আরও জানানো হয়েছে, দেশ দুটি সিদ্ধান্তমূলকভাবে সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যেতে সম্মত হয়েছে। একই দিন এই দুই নেতার মধ্যে বেশ কয়েকটি চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছে। আর এই চুক্তিগুলোর মধ্যে রয়েছে রেডিও এবং টেলিভিশনে সহযোগিতার জন্য রুয়ান্ডা সম্প্রচার সংস্থা (আরবিএ) এবং তুরস্কের এর জাতীয় সম্প্রচারকারী তুর্কি রেডিও এবং টেলিভিশন করপোরেশন (টিআরটি) এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক। এছাড়াও বেসামরিক বিমান দুর্ঘটনা এবং গুরুতর ঘটনার তদন্তে সহযোগিতার বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক, মিডিয়া এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে তুরস্ক এবং রুয়ান্ডার মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক এবং তুর্কিয়ের প্রেসিডেন্সি অফ ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রিজ এবং রুয়ান্ডার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মধ্যে একটি সহযোগিতা চুক্তি।

কানাডা যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য হলেই শুল্কারোপ বাদ: ট্রাম্প

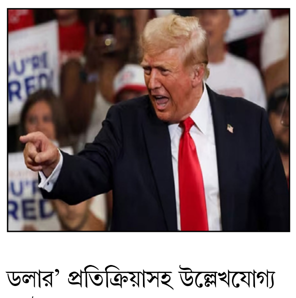

আপনজন ডেস্ক: আবারো কানাডাকে অঙ্গরাজ্য বানানোর ইচ্ছা পোষণ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামে বিশ্ব ব্যবসায়ী নেতাদের সঙ্গে কথা বলার সময় ট্রাম্প বলেছেন, আমেরিকার কানাডার জ্বালানি, যানবাহন বা কাঠের প্রয়োজন নেই। ট্রাম্প দেশটির ওপর শুল্ক আরোপের হুমকি পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, প্রতিবেশী দেশটি যদি 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি রাষ্ট্র' হতে চায় তবে শুল্ক এড়ানো যেতে পারে। তিনি দাভোসের হলরুমে বলেন, 'আপনি যুক্তরাষ্ট্রের একটি অঙ্গরাজ্য হতে পারেন এবং যদি আপনি এটি হন, তবে আমাদের আপনাদের ওপর আমাদের শুল্ক আরোপ করতে হবে না। কানাডা থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আসা সকল পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছেন ট্রাম্প। আগামী ১ ফেব্রুয়ারি থেকে এটি কার্যকর হতে পারে। বাণিজ্য-নির্ভর কানাডার ওপর নতুন করে শুল্ক আরোপের হুমকির কারণে কানাডা গভীর অস্থির মুখে পড়েছে। তবে তারা বলেছে, ট্রাম্প প্রশাসন যদি শুল্ক আরোপ করে তবে 'ডলারের বিনিময়ে ডলার' প্রতিক্রিয়াসহ উল্লেখযোগ্য পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ওয়াশিংটন ডিসি থেকে ভিডিও লিংকের মাধ্যমে ট্রাম্প আরো বলেছেন, 'আমাদের গাড়ি বানানোর জন্য আপনাদের আমাদের দরকার নেই, আমরা অনেক গাড়ি তৈরি করি। তাদের কাঠও আমাদের দরকার নেই কারণ আমাদের নিজেদের বন আছে... তাদের তেল, গ্যাসেরও দরকার নেই, আমাদের যেকোনো তুলনায় অনেক বেশি আছে।' ট্রাম্প দাবি করেছেন, কানাডার সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ঘাটতি ২০০ বিলিয়ন থেকে ২৫০ বিলিয়ন ডলারের মধ্যে রয়েছে। তিনি এই পরিসংখ্যানটি কোথা থেকে পেয়েছেন তা স্পষ্ট নয়। কানাডার সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি ২০২৪ সালে ৪৫ বিলিয়ন ডলার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বেশিরভাগই মার্কিন জ্বালানি চাহিদা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

২০২৬ সালের জানুয়ারিতেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ছাড়ছে যুক্তরাষ্ট্র, জানাল জাতিসংঘ

আপনজন ডেস্ক: ২০ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭ তম রাষ্ট্রপতি হয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তার শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের দিকে চোখ ছিল গোটা বিশ্বের। আমন্ত্রিত ছিলেন ট্রাম্প ঘনিষ্ঠ একাধিক বৈশ্বিক নেতা। আগামী চারবছরের জন্যে আমেরিকার মসনদে বসলেন ট্রাম্প। জল্পনা ছিল, ট্রাম্পের শপথগ্রহণের পরেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) ছাড়বে যুক্তরাষ্ট্র। সেই জল্পনাতেই এবার শিলমোহর। জাতিসংঘ জানাল, ২০২৬ জানুয়ারিতে আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) ছাড়বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ইতিমধ্যেই ডব্লিউএইচও থেকে আমেরিকার বেরিয়ে যাওয়ার বিষয়ে নবনির্বাচিত ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছ থেকে চিঠি পেয়েছে জাতিসংঘের স্বাস্থ্যবিষয়ক সংস্থাটি। এরপরেই বৃহস্পতিবার (২৩ জানুয়ারি) জাতি সংঘের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) ছাড়বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। উল্লেখ্য, নিয়ম অনুযায়ী, ডব্লিউএইচও থেকে কোনও সদস্য দেশ বেরিয়ে যেতে চাইলে এক বছরের নোটিশ দিতে হয়। এছাড়া কোনও পাওনা থাকলেও তা পরিশোধ করতে হয়। সেই হিসেবেই একবছর আগেই ডব্লিউএইচও-এর সদস্যপদ ছাড়ার চিঠি দিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। জানা গিয়েছে, গত সোমবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ডব্লিউএইচও থেকে তার দেশের সদস্যপদ প্রত্যাহার করে নেয়ার একটি নির্বাহী আদেশে সই করেন ট্রাম্প। পাশাপাশি ট্রাম্প তার পররাষ্ট্রমন্ত্রী, মার্কিন সরকারের অফিস অব ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড বাজেটের পরিচালককে নির্দেশ দিয়েছেন, ভবিষ্যতে যাতে ডব্লিউএইচও কে আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কোনও অর্থ, সহায়তা না করা হয়। এ বিষয়ে জাতি সংঘের উপমুখপাত্র ফারহান হক জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই ডব্লিউএইচও থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সদস্যপদ প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। ২২ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে চিঠি পাওয়ার পরেই এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী, ২০২৬ সালের ২২ জানুয়ারি থেকে এই নিয়ম কার্যকর হবে। এছাড়াও ডব্লিউএইচও এ কাজ করা মার্কিন সরকারের সব কর্মীকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ডব্লিউএইচও-এর সবচেয়ে বড় আর্থিক সহায়তাকারী সদস্য দেশ হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সংস্থাটির তহবিলে প্রায় ১৮ শতাংশ যুক্তরাষ্ট্রের অনুদান।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৫৪মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.২৫মি.

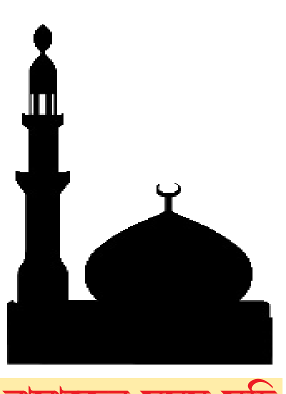

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৫৪	৬.১৭
যোহর	১১.৫৪	
আসর	৩.৪৪	
মাগরিব	৫.২৫	
এশা	৬.৩৭	
তাহাজ্জুদ	১১.১০	

ইথিওপিয়ায় বাস উল্টে নিহত

আপনজন ডেস্ক: উত্তর ইথিওপিয়ার আমহারা অঞ্চলের দাওন্ট জেলায় বৃহস্পতিবার একটি বাস উল্টে ২৫ জন নিহত হয়েছে। স্থানীয় পুলিশের বরাত দিয়ে এএফপি এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। এ ছাড়া স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, দুর্ঘটনায় ১৪ জন গুরুতর আহত হয়েছে এবং তাদের ডেলান্টা ও দেসির হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। আফ্রিকার দ্বিতীয় জনবহুল দেশ ইথিওপিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনা একটি সাধারণ ঘটনা। দেশটির অনেক সড়কই খারাপ অবস্থায় রয়েছে। এএফপির তথ্য অনুসারে, গত ডিসেম্বরে একটি বিয়ের অতিথিদের বহনকারী ট্রাক নদীতে পড়ে গেলে ৭০ জনেরও বেশি মানুষ মারা যায়।

দাবানলের পর তুষারঝড়ে বিপর্যস্ত যুক্তরাষ্ট্র, ১১ জনের প্রাণহানি

আপনজন ডেস্ক: ভয়াবহ দাবানলের পর এবার তুষারঝড়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চল। এতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১ জনে। তীব্র ঠাণ্ডার কবলে পড়েছে টেক্সাস, ফ্লোরিডাসহ বেশ কয়েকটি অঙ্গরাজ্য। জারি করা হয়েছে জরুরি অবস্থা। খবর এবিসি নিউজের। সপ্তাহজুড়ে ভারি তুষারপাতে নাজেহাল অবস্থায় দিন পার করছেন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলের বাসিন্দারা। তীব্র ঠাণ্ডায় বেড়েছে মৃতের সংখ্যাও। আকস্মিক এই আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে টেক্সাস ও দক্ষিণ লুইজিয়ানার মহাসড়ক এবং বিমানবন্দর সাময়িক বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের না হওয়ার নির্দেশনা দিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। তুষারঝড়ের কারণে বরফের চাদরে ঢেকে গেছে বেশ কয়েকটি অঙ্গরাজ্য। ফ্লোরিডা, জর্জিয়া ও আলাবামায় বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। দক্ষিণ-পশ্চিম লুইজিয়ানায় জারি করা হয়েছে জরুরি সতর্কতা। অনলাইন ট্র্যাকার ফ্লাইটঅ্যাওয়ারের তথ্যানুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে অভ্যন্তরীণ বহু ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। বিলম্বিত হয়েছে হাজারের বেশি ফ্লাইট। কিছু সরকারি দফতরও তুষারপাতের কারণে বন্ধ রয়েছে বলে জানা যায়।

পার্লামেন্টে বিশৃঙ্খলার পর আয়ারল্যান্ডে নতুন প্রধানমন্ত্রী মার্টিন

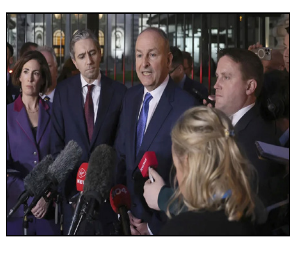

আপনজন ডেস্ক: রাজনৈতিক জীবনে দ্বিতীয়বারের মতো আয়ারল্যান্ডের তাওইসিচ (প্রধানমন্ত্রী) হিসেবে শপথ নিয়েছেন মাইকেল মার্টিন। বৃহস্পতিবার (২৩ জানুয়ারি) তিনি শপথ নেন বলে জানিয়েছে বিবিসি। নভেম্বরে দেশটির সাধারণ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কয়েক সপ্তাহ ধরে রাজনৈতিক দর কষাকষি ও জোট গঠনের পর বুধবার পার্লামেন্টে হট্টগোল শুরু হয়। এরপর বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত বিরোধ নিষ্পত্তির প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। অবশেষে দুপুর ২টার আগে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন ফিয়ানা ফেল পার্টির নেতা ৬৪ বছর বয়সী মার্টিন। দায়িত্ব নিয়ে মার্টিন ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের সাথে আয়ারল্যান্ডের সম্পর্কের গুরুত্বের উপর জোর দেন। পার্লামেন্টের ভরা চেম্বারে তিনি বলেন, আয়ারল্যান্ড-আমেরিকা সম্পর্ক এমন একটি বিষয়, যা আমাদের উভয়কেই উপকৃত করে। যাই হোক না কেন দৃঢ়ভাবে সম্পর্ক থাকবে। ২৯ নভেম্বরের নির্বাচনে দেশটির মধ্য-ডানপন্থী ফিয়ানা ফেল পার্টি সবচেয়ে বেশি আসন পেলেও পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি। পরে তারা দেশের অন্য মধ্যপন্থী দল ফাইন গেলের সঙ্গে সাম্প্রতিকতম জোটে ফিরে আসে।

নাইজেরিয়ায় বোকো হারামের হামলা, নিহত কমপক্ষে ২০ মৎস্যজীবী

আপনজন ডেস্ক: নাইজেরিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য বোর্নোতে বোকো হারাম বিদ্রোহীদের গ্রামে হামলার পর কমপক্ষে ২০ জন জেলে নিহত হয়েছেন। জেলে এবং স্থানীয় নিরাপত্তা কর্মকর্তারা গতকাল বৃহস্পতিবার এই তথ্য জানিয়েছেন। নাইজেরিয়া তার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ১৬ বছর ধরে চলমান ইসলামপন্থী বিদ্রোহীদের সঙ্গে লড়াই করছে, যা মূলত বোকো হারাম এবং এর শাখা আইএসডব্লিউএপি চালাচ্ছে। যার ফলে ব্যাপক মানবিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ব্যাপক বাস্তুচ্যুতি এবং মানবিক সংকট। বেসামরিক যৌথ টাস্ক ফোর্সের সদস্য মোদু আরি বলেন, বিদ্রোহীরা গত বুধবার গাদান গারির জেলে সম্প্রদায়ের ওপর হামলা চালায় এবং এলাকায় কর্মরত জেলেদের ওপর গুলি চালায়, যার ফলে কমপক্ষে ২০ জন নিহত হয়। একজন বাসিন্দা মুস্তফা কাকাহাহহ বলেন, হামলায় তার সন্তান নিহত হয়েছে এবং এ ছাড়া তারা আরো ১৫ জনেরও বেশি লোককে কবর দিয়েছে। সামরিক বাহিনী এবং বোর্নো রাজ্যের কর্মকর্তারা এখনও এই হামলার বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি। বোকো হারাম ২০০৯ সালে পশ্চিমা শিক্ষার বিরুদ্ধে লড়াই করতে এবং তাদের ইসলামিক আইনের সংস্করণ চাপিয়ে দেওয়ার জন্য অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
২০ বর্ষ, ২৫ সংখ্যা, ১১ মাঘ ১৪৩১, ২৩ রজব ১৪৪৬ হিজরি

শান্তি অন্বেষণ

মূলত দুইটি জিনিস না থাকিলে জীব প্রজাতির অস্তিত্ব বিলীন হইয়া যাইবে। ইহার একটি হইল খাদ্য, অন্যটি রিপ্রোডাকশন, অর্থাত্ প্রজনন। মানুষ তো সৃষ্টির সেরা জীব। সুতরাং এই দুইটির পাশাপাশি মানুষের আরো একটি বড় চাওয়া হইল শান্তিতে বসবাস। প্রখ্যাত কবি শহীদ কাদরী লিখিয়াছেন—‘প্রেমিক মিলবে প্রেমিকার সাথে ঠিক-ই/ কিন্তু শান্তি পাবে না, পাবে না, পাবে না...’। যিনি ছোট্ট কুঁড়েঘরে থাকেন, তিনিও শান্তি চাহেন, যিনি আলিশান অট্টালিকাবাসী, তিনিও শান্তির অন্বেষণ করেন। অর্থাত্ শান্তি ধনী-নির্ধন—সকলেই চাহেন। আরো একটি মিল গরিব-ধনী সকলেরই রহিয়াছে। তাহা হইল—মানুষ মহান আল্লাহর নিকট হইতে আসিয়াছে, চলিয়াও যাইবে আল্লাহর নিকট। অর্থাত্ আমরা এই জগতে মোসাফির মাত্র। ক্ষণিক সময়ের জন্য আসা, অন্যদিকে চিরকালের জন্য চলিয়া যাওয়া। অথচ এই ক্ষণিক সময়ের ব্যাপ্তিকাল—ধরা যাক শত বত্সর—আমাদের নিকট ভ্রমক্রমে দীর্ঘ সময় মনে হয়। আর এই বিভ্রান্তিময় দীর্ঘ সময়ের তিষ্টকালে আমরা শান্তি চাই। শান্তি চাই বটে, কিন্তু আমরা শান্তির ছায়ার পিছনে ছুটিয়া মরিতেছি। বলা যায়, বেশির ভাগ মানুষই শান্তির নহে, শান্তির ছায়া ধরিতে জীবনভর ছুটিয়া বেড়ায়।

পরিহাসের কথা হইল, শান্তি ও স্বস্তিতে থাকিবার স্বার্থেই মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছে। সিন্ধুসভ্যতা হইতে শুরু করিয়া মিশরীয়, সুমেরীয়, পারস্য, ব্যাবিলনীয়, রোমান প্রভৃতি সভ্যতার মূলে ছিল মানবজীবনে স্বস্তিদান করা। বিজ্ঞানের কল্যাণে আমরা আরাম-আয়েশের একটি প্রাচুর্যময় পৃথিবীতে বসবাস করিতেছি। ঊনবিংশ শতাব্দীতেও একজন রাজাবাদশা চাহিলেও আজিকার মতো ভোগবিলাস করিতে পারিত না। এখন ইউনিয়ন পর্যায়ের একজন মেম্বারের বাড়িতেও এমন ব্যবস্থা থাকে, গরম লাগিলে এক সুইচেই ঠান্ডা হাওয়া, ঠান্ডা লাগিলে গরমের ব্যবস্থা। ভোগবিলাস খাদ্যখানায় বিচিত্র রেসিপি, যখন-তখন দেশে-বিদেশে উড়ান দিয়া বেড়াইতে যাওয়া—সকল কিছুই যেন আলাদিনের চেরাগের মতো, চাহিলেই পাওয়া যায়। এত কিছু পাওয়া যায়, কিন্তু শান্তি কোথায়? কোথায় পালাইল শান্তি? শান্তি কি আসে?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন—‘নয়ন মেলি শুধু দেখে যাও, হৃদয় দিয়ে শুধু শান্তি পাও।’ আসলে শান্তি হইল দুইটি বিষয়ের সমন্বয়। উহার একটি হইল—নিরাপত্তা, অন্যটি আমাদের মানসিক দিক। ইংরেজিতে ইহাকে বলা হয়—পিস অব মাইন্ড ইজ এ মেন্টাল স্টেট অব কামনেস অর ট্রাংকুয়িলিটি। ইহা হইল উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা হইতে মুক্তি পাওয়া। কিন্তু আধুনিক পৃথিবীতে উদ্বেগ-উত্কণ্ঠা হইতে মুক্তি পাইতে হইলে নির্জন বনে গিয়া বসবাস করিতে হইবে। আরণ্যিক যুগের সেই অরণ্যও নাই, সেই নির্জনতাও নাই। আমাদের চারিদিকে ছায়াযুদ্ধ, শীতল যুদ্ধ, মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের জটিল পরিস্থিতি। ভূরাজনৈতিক কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিচিত্র ধরনের অস্থিরতা ও যুদ্ধাবস্থা দেখা যাইতেছে। কান্ডারি হুঁশিয়ার কবিতায় কাজী নজরুল ইসলাম যেমন বলিয়াছেন—‘অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ’। সন্তরণ অর্থাত্ সাঁতার না জানিয়া আমরা স্বখাদ সলিলে ডুবিতেছি। তাহা হইলে উপায়? ইংরেজিতে একটি কথা আছে—ওয়ার ফর পিস। অর্থাত্ শান্তির জন্য যুদ্ধ। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর শান্তির অহিংস বাণী এইভাবেও শোনাইয়াছেন যে—‘চোখের বদলা লইতে অন্যের চোখ উপড়াইয়া লইলে একসময় পুরা পৃথিবী অন্ধ হইয়া যাইবে।’ সেই ক্ষেত্রে আমাদের স্মরণ করিতে হয়, রোনাল্ড রিগানের কথা—‘শান্তি মানে সংঘাতের অনুপস্থিতি নহে, ইহা শান্তিপূর্ণ উপায়ে সংঘাত পরিচালনা করিবার ক্ষমতা।’ জটিল কথা। যেমনটি বলিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্যায়কে সহ্য না করিবার কথা। তিনি আরেকটি কবিতায় বলিয়াছেন—‘নাগিনীরা চারি দিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস,/ শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস—।’

সত্যিই কি শান্তির ললিত বাণী ব্যর্থ পরিহাসের মতো শুনাইবে? ইহার চাইতে পরিতাপের কথা আর কী হইতে পারে? সুতরাং কবির কণ্ঠে আমরাও বলিতে চাই—‘বিদায় নেবার আগে তাই/ ডাক দিয়ে যাই/ দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে/ প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।’

•••••••••••••

ইসরায়েল ও তুরস্ক কি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে?

আগামী তিন মাস ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এমন নীতি নেবেন, যেখানে তিনি সিরিয়াকে ভেঙে ফেলার চেষ্টা করবেন। বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে ইরাক ও সিরিয়ায় অনেক বিদেশি খেলোয়াড় আছেন, তাঁদের কারণে অনেক বেশি অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। বাশার আল-আসাদের পতনের পর তুরস্কের সেনাবাহিনী তাদের প্রতিবেশী দেশে কী ভূমিকা পালন করবে, সেটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ বড় প্রশ্ন। লিখেছেন **মিশেল ওয়ালস**।

আগামী তিন মাস ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এমন নীতি নেবেন, যেখানে তিনি সিরিয়াকে ভেঙে ফেলার চেষ্টা করবেন। বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে ইরাক ও সিরিয়ায় অনেক বিদেশি খেলোয়াড় আছেন, তাঁদের কারণে অনেক বেশি অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। বাশার আল-আসাদের পতনের পর তুরস্কের সেনাবাহিনী তাদের প্রতিবেশী দেশে কী ভূমিকা পালন করবে, সেটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ বড় প্রশ্ন। ইসরায়েলের নাজেল কমিশন সম্প্রতি তাদের মূল্যায়নে বলেছে, তুরস্ক ও ইসরায়েলের মধ্যে সংঘাত খুবই বাস্তব। এই প্রতিবেদনের সূত্র ধরেই ইসরায়েলের নেতৃস্থানীয়দের অনেকে তাদের সরকারকে তুরস্কের সঙ্গে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। সিরিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের স্বায়ত্তশাসিত এলাকাটি রোজাভা নামেও পরিচিত। আসাদের পতনের পর তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী রিসেপ তাইপে এরদোয়ানের সামনে রোজাভা অঞ্চলটিতে মার্কিন পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া কুর্দিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে।

আসাদের পতনের পর এই কুর্দি যোদ্ধারা তুরস্কের সেনাবাহিনী ও তাদের প্রক্সি সশস্ত্র গোষ্ঠীর হামলার শিকার হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের কুর্দি মিত্ররা যদি তুরস্কের শর্ত মেনে না নেয়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধের হুমকি দিচ্ছে এরদোয়ান প্রশাসন। এটা বললে অত্যুক্তি হবে না যে তুরস্কের সম্প্রসারণবাদী আচরণ ন্যাটোর অস্তিত্বের ওপর হুমকি তৈরি করেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় আমরা দেখেছি, সিরিয়ায় কয়েকবার তুরস্ক ও যুক্তরাষ্ট্র বিপজ্জনকভাবে সরাসরি সংঘাতের মুখোমুখি হয়েছিল।

বাইডেনের আমলে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটির ৫০০ মিটারের মধ্যে তুরস্কের ড্রোন উড়ে এলে মার্কিন সেনারা সেটিকে গুলি করে ভূপাতিত করে। সেটা ছিল তুরস্কের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম সামরিক পদক্ষেপ। এ ঘটনার পর ওয়াশিংটনের একটি থিঙ্কট্যাংক হোয়াইট হাউসকে ন্যাটো থেকে তুরস্কের সদস্যপদ স্থগিত করার কথা গুরুত্বের সঙ্গে ভাবতে পরামর্শ দেয়। ইসরায়েলে নেতানিয়াহু প্রশাসন একটা বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে। দামেস্কের নতুন ইসলামপন্থী সরকার বলছে, তারা ইসরায়েলের সঙ্গে শান্তি চায়। যা-ই হোক সেই শান্তির জন্য ইসরায়েলের জাতীয় নিরাপত্তা ও পররাষ্ট্রনীতির স্বার্থে বড় মূল্য দিতে হতে পারে। সিরিয়া বিভিন্ন অংশে পশ্চিমাপন্থী উপদলগুলোর প্রতিরোধের শক্তি ভেঙে পড়তে পারে। ইসরায়েলের উত্তর সীমানায় নতুন অটোমান সাম্রাজ্যের প্রভাব প্রতিষ্ঠার ঝুঁকিও আছে। মার্কিন-সমর্থিত সিরিয়ান ডেমোক্রেটিক ফোর্সেস এবং ট্রাম্প প্রশাসনও কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের সর্বাত্মক সমর্থন ছাড়া মার্কিন মিত্র কুর্দি বাহিনীর পক্ষে তুরস্কের সেনাবাহিনী এবং তুর্কি-মিত্র সিরিয়ান সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর আক্রমণে টিকে থাকতে পারবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ আছে। ট্রাম্প প্রশাসনকে এটাও বিবেচনা করবে, তুরস্কের সশস্ত্র বাহিনী এবং তুরস্কের গোয়েন্দারা ইরাক ও সিরিয়ার মার্কিন সেনাবাহিনী ও তার মিত্রদের সঙ্গে কী ধরনের আচরণ করে। সিরিয়ান ডেমোক্রেটিক ফোর্সেস আশা করতে পারে, এসব আচরণকে ট্রাম্প প্রশাসন ‘আমেরিকার সামরিক বাহিনীকে আবার মহান করে তোলার’ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখবে।

সেটা হলে, তুরস্ক যদি মার্কিন মিত্রদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়, তাহলে যুক্তরাষ্ট্রও পাল্টা ব্যবস্থা নেবে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, একটা কার্যকর নীতি তৈরির জন্য যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রশাসনের কয়েক মাস লেগে যেতে পারে। এই ফাঁকে তুরস্কের সেনাবাহিনী রোজাভাতে সর্বাত্মক আক্রমণ চালিয়ে কুর্দি বাহিনীকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সিরিয়ান ডেমোক্রেটিক ফোর্সেসের পক্ষে ইসরায়েলের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া দ্বিতীয় বিকল্প নেই। প্রশ্ন হচ্ছে, নেতানিয়াহু প্রশাসন এতে কীভাবে সাড়া দেবে। ইসরায়েল তখন সিরিয়ান ডেমোক্রেটিক ফোর্সেসকে যথেষ্ট পরিমাণ রাজনৈতিক, সামরিক ও গোয়েন্দা সমর্থন দিতে পারে, যাতে তারা ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত রোভাজার সীমানা বিস্তৃত করতে সক্ষম হয়। এ ধরনের ব্যবস্থা সিরিয়ান ডেমোক্রেটিক ফোর্সেস সাদরে গ্রহণ করবে। কেননা সমুদ্রে প্রবেশের সুযোগ ছাড়া কুর্দিদের একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বপ্ন অধরায় থেকে যাবে।

এ ধরনের পদক্ষেপ ইসরায়েলের জন্য অনেক সুযোগ তৈরি করবে। কেননা এতে তুরস্ক ও দামেস্কের মধ্যে ইসরায়েল তার পক্ষের একটি সামরিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। কিন্তু এখানে সমস্যাটি হলো এ ধরনের কোনো পদক্ষেপ ইসরায়েল নিলে তুরস্কের সঙ্গে ইসরায়েলে সরাসরি সংঘাত বেধে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। আর সে ধরনের কোনো সংঘাত বেধে গেলে তাতে ন্যাটোর অস্তিত্বের ওপর হুমকি তৈরি করবে। এখানে দুটি দৃশ্যপট বিবেচনা করার আছে। প্রথমে আমরা ধরি নিই, ইসরায়েলের দিক থেকে প্রথম তুরস্কের সেনাবাহিনীর ওপর হামলা করা হলো। এ ক্ষেত্রে তুরস্ক ন্যাটোর আর্টিকেল-৫-কে পুনর্জীবনের আহ্বান জানাবে। এই আর্টিকেল অনুযায়ী সদস্য কোনো দেশ আক্রান্ত হলে ন্যাটোর অন্য সব সদস্য সেই দেশটিকে রক্ষা করবে। দ্বিতীয় দৃশ্যপটটা এমন হতে পারে, ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর ওপর তুরস্ক সরাসরি হামলা করল। সে ক্ষেত্রে ইসরায়েল যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বলবে, তুরস্ককে ন্যাটো থেকে যেন বাদ দেওয়া হয়।

এই দুটি দৃশ্যপট তুরস্কের জন্য তিনটি সমস্যা নিয়ে আসবে।

প্রথমত, বেশির ভাগ ন্যাটো সদস্যরাষ্ট্র সম্ভবত সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী একটি মিত্রের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে যোগ দিতে ইচ্ছুক হবে না। এ ক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম হতে পারে যদি ইসরায়েল কোনো প্ররোচনা ছাড়াই আক্রমণ করে।

দ্বিতীয়ত, তুরস্ককে ন্যাটোর সদস্যপদে স্থগিতাদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে সদস্যদেশগুলোর শক্তিশালী সমর্থন থাকবে।

তৃতীয়ত, ইসরায়েলের আত্মরক্ষার প্রশ্নে ওয়াশিংটনের শক্তিশালী সমর্থন থাকবে। যদিও মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং গোয়েন্দা সংস্থাগুলো চায় না তুরস্কের সঙ্গে ইসরায়েল সরাসরি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ুক। সংঘাত বেধে গেলে ইসরায়েলকে বড়ভাবে সমর্থন দেবে যুক্তরাষ্ট্র।

এসব কারণে তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী এরদোয়ানের উচিত যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ইসরায়েলের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা কমিয়ে আনার চেষ্টা করা।

মিশেল ওয়ালস ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, বার্কলের ভিজিটিং স্কলার
এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

ইউনিসেফের প্রতিবেদন
চরম আবহাওয়ায় ২০২৪ সালে ২৪ কোটি শিশুর পড়াশোনা বিঘ্নিত

আপনজন ডেস্ক: চরমভাবাপন্ন আবহাওয়ার প্রভাবে গত বছর (২০২৪ সাল) ৮৫টি দেশে স্কুলগামী প্রায় ২৪ কোটি ২০ লাখ শিশুর পড়াশোনা বিঘ্নিত হয়েছে। এ সংখ্যা দেশগুলোর স্কুলশিক্ষার্থীদের প্রতি সাতজনে প্রায় একজন। আর ক্ষতির শিকার হওয়া এ শিশুদের সাড়ে ৩ কোটিই বাংলাদেশের। আগামী বছরগুলোতে এ সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। জাতিসংঘের শিশুবিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফ গতকাল বৃহস্পতিবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানায়। সংস্থাটি বলেছে, বিশ্বজুড়ে জলবায়ু সংকটের এটি (স্কুলশিশুদের পড়াশোনায় বিঘ্ন ঘটা) উপেক্ষিত বিষয়গুলোর একটি।

প্রতিবেদনে বলা হয়, চরমভাবাপন্ন আবহাওয়ার যে বিষয়গুলো স্কুলশিক্ষার্থীদের পড়াশোনার ওপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে, তা হলো তাপপ্রবাহ। ইউনিসেফের নির্বাহী পরিচালক ক্যাথেরিন রাসেল সতর্ক করে বলেন, চরম আবহাওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ‘অধিকতর ঝুঁকিতে’ আছে শিশুরা। এক বিবৃতিতে ক্যাথেরিন বলেন, ‘শিশুদের শরীর বয়স্কদের তুলনায় দ্রুত উষ্ণ হয় ও ধীরগতিতে ঠান্ডা হয়।’ ইউনিসেফের এই কর্মকর্তা আরও বলেন, ‘যেসব শ্রেণিকক্ষে প্রচণ্ড গরমে কোনো স্বস্তির ব্যবস্থা নেই, সেখানে শিশুরা পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে পারে না। আবার যদি স্কুলে আসা-যাওয়ার রাস্তা ডুবে যায় বা পানিতে স্কুল প্লাবিত হয়ে, তাতেও তারা ক্লাসে যেতে পারে না।’ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দশকের পর দশক জীবাশ্ম জ্বালানির অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারসহ মানুষের নানা রকম কর্মকাণ্ড এই পৃথিবীকে উষ্ণ করে তুলেছে ও আবহাওয়ার রূপ বদলে দিয়েছে। গত বছর বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রা রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে। এ ছাড়া গত কয়েক বছরে প্রথমবারের মতো এটি সাময়িকভাবে হলেও ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণায়নের প্রান্তসীমা অতিক্রম করেছে। আবহাওয়ার এ অবস্থায় বর্ষা মৌসুমে আগের চেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত ও গ্রীষ্মকালে বেশি শুষ্কতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। তা ছাড়া বাড়ছে তাপপ্রবাহ ও ঝড়। ফলে লোকজন আরও বেশি দুর্যোগের ঝুঁকিতে পড়ছে। ইউনিসেফের প্রতিবেদনে বলা হয়, বিশ্বে গত বছর ২৪ কোটির বেশি স্কুলশিশুর পড়াশোনা বিঘ্নিত হওয়ার যে পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে, সেটি একটি রক্ষণশীল অনুমান। কেননা, এ ক্ষেত্রে তথ্যপ্রাপ্তিতে ঘাটতি ছিল। সহজলভ্য যেসব তথ্য পাওয়া গেছে, তাতে দেখা যায়, চরম আবহাওয়ার প্রভাবে ২০২৪ সালে দেশগুলোতে কিন্ডারগার্টেন থেকে শুরু করে মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সময় ক্লাস স্থগিত রাখতে হয়, ছুটি বাড়াতে হয়, স্কুল খোলা বিলম্বিত হয়, পাঠদানের সূচি বদলায়, এমনকি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে স্কুলগুলো ক্ষতিগ্রস্ত বা বিধ্বস্ত হয়।

প্রতিবেদনের তথ্য বলছে, প্রচণ্ড তাপপ্রবাহের কারণে বাংলাদেশ, কলম্বিয়া, ভারত, থাইল্যান্ড ও ফিলিপাইনসে শুধু এপ্রিল মাসেই ১১ কোটি ৮০ লাখ শিশুসহ ওই বছর অন্তত ১৭ কোটি ১০ লাখ শিশু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিশেষ করে ফিলিপাইনসে শিশুদের হাইপারথার্মিয়ায় (শরীরে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি তাপমাত্রা, যা জ্বর বা হিটস্ট্রোকের মতো অসুস্থতা কারণ হতে পারে) আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় শীতাতপনিয়ন্ত্রণব্যবস্থার বাইরে থাকা হাজারো স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয়। অনেক দেশে স্কুলবর্ষ শুরুর মাস সেপ্টেম্বরও চরম আবহাওয়ার কারণে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয় গত বছর। ওই মাসে ১৮টি দেশের স্কুলগুলোয় পাঠদান স্থগিত রাখা হয়। বিশেষত এর কারণ ছিল, পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সৃষ্ট টাইফুন ইয়াগির তাণ্ডব।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দশকের পর দশক জীবাশ্ম জ্বালানির অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারসহ মানুষের নানা রকম কর্মকাণ্ড এই পৃথিবীকে উষ্ণ করে তুলেছে ও আবহাওয়ার রূপ বদলে দিয়েছে।

জলবায়ুসংশ্লিষ্ট কারণে শিশুদের পড়াশোনা সবচেয়ে বেশি বিঘ্নিত হয়েছে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে। এর শিকার হয়েছে ১২ কোটি ৮০ লাখ শিশু।

সবচেয়ে বেশি ৫ কোটি ৪০ লাখ শিশু ক্ষতির মুখে পড়ে ভারতে। কারণ ছিল তাপপ্রবাহ। বাংলাদেশে ক্ষতিতে পড়ে ৩ কোটি ৫০ লাখ শিশু। কারণ ছিল একই।

ইউনিসেফ বলছে, তাপমাত্রা অব্যাহতভাবে বাড়তে থাকায় সামনের বছরগুলোয় ক্ষতির মুখে পড়া শিশুর সংখ্যা সম্ভবত বাড়বে। সংস্থাটি আরও বলছে, জলবায়ু ও পরিবেশগত ক্ষতির উচ্চ ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোতে বাস করে প্রায় ১০০ কোটি (১ বিলিয়ন) শিশু, যা বিশ্বের মোট শিশুর অর্ধেক।

ইউনিসেফের অনুমান, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ু সংকটের পেছনে দায়ী গ্রিনহাউস গ্যাসের নিঃসরণ বর্তমান হারে অব্যাহত থাকলে ২০০০ সালের তুলনায় ৮ গুণ শিশু ২০৫০ সালে তাপপ্রবাহের শিকার হবে। এ ছাড়া একই সময় ব্যাপক বন্যার ক্ষতিতে পড়তে পারে ৩ গুণের বেশি শিশু ও দাবানলের প্রভাবে পড়তে পারে ১ দশমিক ৭ গুণ বেশি শিশু।

ইউনিসেফের আশঙ্কা, চরম আবহাওয়ার তাৎক্ষণিক প্রভাবের শিকার হওয়ার বাইরেও কিছু শিশু, বিশেষ করে মেয়েশিশুরা স্কুল থেকে ঝরে পড়ার ক্রমবর্ধমান ঝুঁকিতে পড়তে পারে।

মার্টিন কেটল

আমেরিকায় দরবারি শাসন কায়েম করছেন ‘রাজা’ ট্রাম্প

বিজয়ীর বেশে ডোনাল্ড ট্রাম্পের হোয়াইট হাউসে ফিরে আসাকে আমেরিকান রাজনৈতিক নাটকের বড় চমক বলা যেতে পারে। এর মধ্য দিয়ে গোটা বিশ্ববাসীকে ট্রাম্প চমকে দিয়েছেন এবং সবার নজর কেড়েছেন। এটিই ছিল তাঁর মূল চাওয়া। ট্রাম্প শিবিরে একে বলা হচ্ছিল ‘শক অ্যান্ড অ’। অর্থাৎ এটি এমন এক শক্তিশালী উদ্যোগ, যার মাধ্যমে তিনি বাইডেন আমলের নীতিগুলো মুছে ফেলতে চান। তাই প্রথম দিনেই তিনি একের পর এক নির্বাহী আদেশ জারি করে ‘মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন’ (মাগা) আন্দোলনের সমর্থকদের খুশি করার ব্যবস্থা করেছেন।

কারও কাছে তুলনাটি অতিরঞ্জিত মনে হতে পারে, কিন্তু মনে রাখা দরকার—যুক্তরাষ্ট্র শেষবার যখন ‘শক অ্যান্ড অ’ কৌশল ব্যবহার করেছিল, সেটি ছিল ২০০৩ সালের ইরাক আক্রমণ। তখনো আমেরিকার শক্তি দেখানোর অনেক দৃশ্য তৈরি হয়েছিল, কিন্তু তার শেষ পরিণতি ভালো হয়নি।

ট্রাম্পের প্রত্যাবর্তন হয়তো অভিষেক অনুষ্ঠানগুলোর পরিচিত কাঠামোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রচণ্ড ঠান্ডার কারণে অনুষ্ঠানটি ঘরের ভেতরে হয়েছে। অনুষ্ঠানটি হয়েছে সেই ক্যাপিটল ভবনেই, যেখানে ২০২১ সালে ট্রাম্প তাঁর সমর্থকদের মিছিল নিয়ে ঢুকে তাণ্ডব চালাতে উসকানি দিয়েছিলেন। তবে সংবিধান অনুযায়ী আনুষ্ঠানিকতা ঠিকঠাকভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

অনেকেই মনে করেছেন, ২০১৭ সালের ভাষণের (সে ভাষণকে জর্জ ডব্লিউ বুশ ‘আজব ব্যাপার’ বলে মন্তব্য করেছিলেন) তুলনায় ট্রাম্প এবার কিছুটা সংযত ছিলেন। তবে ট্রাম্প যে কোনোভাবেই প্রচলিত ধাঁচের বা ধারাবাহিকতার অনুসারী প্রেসিডেন্ট নন এবং এটি যে তাঁর স্বভাবেও নেই, তার অজস্র প্রমাণও তিনি রেখেছেন। তিনি যে একজন স্বার্থপর ও স্বৈরাচারী, তা তিনি প্রথম দিনেই বুঝিয়ে দিয়েছেন।

তিনি যে এমন একজন চুক্তিবাজ ব্যক্তি, যাঁর অন্যদের প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা নেই, তা তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন। সোমবারের পুরো আয়োজনে এই সত্য আবারও অনুভব করা গেছে।

অধ্যাপকেরা ও পাঠ্যপুস্তক সব সময়ই বলে এসেছে, যুক্তরাষ্ট্র এমন এক দেশ, যেখানে প্রেসিডেন্ট, কংগ্রেস ও আদালতের মধ্যে ক্ষমতার সুস্পষ্ট বিভাজনের মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালিত হয়। অনেক ক্ষেত্রেই এটি এখনো সত্য। তবে এই সপ্তাহেই দেখা গেছে, সেই আদর্শ এখন এক ভয়াবহ বাস্তবতার মুখোমুখি এবং ট্রাম্পের আমলে সে ভয়াবহতা আরও তীব্র হবে।

যুক্তরাষ্ট্র এখন ক্রমেই এমন একটি দেশে পরিণত হচ্ছে, যেখানে শাসনব্যবস্থা মূলত একটি ‘কোর্টের’ মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। তবে সেই ‘কোর্ট’ কোনো আইনি ‘কোর্ট’ বা আদালত নয়। সেই ‘কোর্ট’ হলো ‘রাজদরবার’। এমনিতেই ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের শীর্ষ বিচারকদের ওপর শক্তিশালী নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছেন। এই বিচারকদের অনেককেই তিনি তাঁর প্রথম মেয়াদে নিয়োগ দিয়ে গিয়েছিলেন। এখন সেই নিয়ন্ত্রণ আরও দৃঢ় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে ট্রাম্প শুধু আদালতের মাধ্যমে শাসন করেন না; তিনি নিজেকে একপ্রকার রাজতন্ত্রের আদলে প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত দরবারের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করেছেন।

গত শতাব্দীতে প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট অর্থনীতি ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতার বিস্তৃতি ঘটিয়েছিলেন। ভিয়েতনাম যুদ্ধের পর ইতিহাসবিদ আর্থার শ্লেসিঙ্গার এই প্রবণতাকে ‘সাম্রাজ্যবাদী প্রেসিডেন্টের উত্থান’ বলে অভিহিত করেছিলেন। কিন্তু ক্ষমতার প্রসার সেখানেই থেমে থাকেনি।

১৯৭০-এর দশকে সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্টকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সে সময়কার প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন বলেছিলেন, যদি কোনো প্রেসিডেন্ট কোনো কাজ অনুমোদন করেন, তাহলে সেটি আর অবৈধ হতে পারে না। গত বছর যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট এই ধারণাকে আরও দৃঢ় করে রায় দেন, প্রেসিডেন্ট তাঁর সরকারি কাজের জন্য সম্পূর্ণ দায়মুক্তি পাবেন। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সোনিয়া সোটোমেয়র এই রায় সম্পর্কে বলেছেন, এটি প্রেসিডেন্টকে ‘আইনের ঊর্ধ্বে থাকা একজন রাজার’ ক্ষমতা দিয়েছে। আর যখন একজন রাজা থাকেন, তখন তাঁর আশপাশে একটি রাজসভাও তৈরি হয়। যদি রাজা আইনের ঊর্ধ্বে থাকেন, তাহলে তাঁর আশপাশের লোকজনের কাছেও আইন গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে।

রাজতন্ত্রে রাজার দরবার বা ‘কোর্ট’ বলতে একদল উপদেষ্টা, অনুগামী এবং ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের বোঝানো হয়। তাঁরা রাজাকে ঘিরে থাকেন এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রভাব রাখেন। তাঁরা নিজেরা স্বাধীনভাবে কাজ করেন না; বরং রাজাকে কেন্দ্র করেই তাঁদের ক্ষমতা নির্ধারিত হয়। তাই যদি রাজা কোনো নীতি বা নিয়ম উপেক্ষা করেন, তাহলে তাঁর দরবারও সেটাকেই সমর্থন করে।

আধুনিক গণতন্ত্রে এই ধরনের ‘দরবারি শাসন’ থাকার কথা নয়, কারণ এখানে প্রেসিডেন্ট, পার্লামেন্ট এবং আদালত ক্ষমতা ভাগ করে একে অপরের ভারসাম্য রক্ষা করে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্পের শাসনামলে দেখা যাচ্ছে, তিনি নিজেকে ‘রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ক্ষমতা’ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করছেন এবং তার চারপাশে এমন একটি শক্তিশালী ‘দরবারি দল’ তৈরি হয়েছে, যারা তাঁর সিদ্ধান্তকে প্রশ্ন না করে সমর্থন করছে। ইতিহাসে এমন উদাহরণ আছে। ব্রিটেনে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে রাজদরবারই ছিল ক্ষমতার মূল কেন্দ্র। রাজাদের চারপাশে থাকা ব্যক্তিরাই রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতেন, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন, এমনকি তাঁদের স্বার্থে অনেককে ‘বলি’ দেওয়া হতো। যদিও অষ্টাদশ শতকে পার্লামেন্ট শক্তিশালী হতে শুরু করে, তবু রাজানুগ দলগুলো সংসদের ক্ষমতার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়ে যেত।

আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা জর্জ ওয়াশিংটন এই দরবারভিত্তিক রাজতন্ত্রের বিপক্ষেই বিদ্রোহ করেছিলেন। তবে ট্রাম্পের শাসনব্যবস্থা রাজতন্ত্রের দরবারের মতো হয়ে যাচ্ছে। এখানে ক্ষমতা কিছু নির্দিষ্ট ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। ট্রাম্প ও বাইডেনের ক্ষমার অধিকার ব্যবহারের বিষয়টিও রাজকীয় শাসনের মতো দেখাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র এখনো গণতন্ত্রের দেশ হলেও, সংবিধানের মূল নীতিগুলোকে এখন প্রশ্নবিদ্ধ করা হচ্ছে। ট্রাম্প যদি জন্মগত নাগরিকত্ব বাতিল করতে চান, তাহলে ভবিষ্যতে আরও বহু নীতি বদলাতে পারেন।

মার্টিন কেটল দ্য গার্ডিয়ান-এর কলাম লেখক
দ্য গার্ডিয়ান থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনুবাদ

প্রথম নজর

‘নেদায়ে দ্বীনের’ সেরা লেখক পুরস্কার সম্মান পেলেন মেহরাজ চৌধুরি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● শিলচর

আপনজন: উত্তর পূর্ব ভারত এমারতে শরয়ীয়া ও নদওয়াতুত তামিরের মাসিক মূখপত্র নেদায়ে দ্বীনের সেরা লেখক পুরস্কার লাভ করলেন সাপ্তাহিক পরখ পত্রিকার সম্পাদক মেহরাজ চৌধুরী। গতকাল বদরপুরে অনুষ্ঠিত সংগঠনের ৬৭ তম বার্ষিক সম্মেলনে চৌধুরীর হাতে এ সম্মান তুলে দেন আমিরে শরিয়ত মওলানা ইউসুফ আলি। লক্ষাধিক লোকের উপস্থিতে এ সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নেপালের সংসদ সদস্য তথা জমিয়ত উলামা নেপালের সভাপতি মওলানা খালিদ সিদ্দিকী নদভী। এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবি তথা আসাম জমিয়ত সভাপতি মওলানা মোস্তাক আনফর , প্রাক্তন বিধায়ক তথা নেদায়ে দ্বীন পত্রিকার সম্পাদক মওলানা আতাউর রহমান মাঝারভূইয়া, মওলানা ফরিদ উদ্দিন চৌধুরী প্রমুখ। গত কয়েক বছর থেকে নেদায়ে দ্বীন সেরা লেখক পুরস্কার দিয়ে আসছে। ২০২৫ সালে লেখক সাংবাদিক মেহরাজ চৌধুরীকে এ পুরস্কার প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য মেহরাজ চৌধুরী নব্বইয়ের দশক থেকে সাংবাদিকতার সাথে যুক্ত। ইতিপূর্বে বুলবুল সাহিত্য পত্রিকা পদত্ব সাহিত্য পুরস্কার আলোর দিশারি পত্রিকার লেখক সম্মাননা প্রগতিশীল নাগরিক সংগঠন থেকেও লেখক সম্মাননা লাভ করেছেন।

‘আল আমীন উৎসব’ উপলক্ষে সেজে উঠেছে খলতপুর ক্যাম্পাস

এম মেহেদি সানি ● খলতপুর

আপনজন: কয়েক দশক ধরে বিশেষত সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের মেধার উৎকর্ষের বিকাশ ঘটিয়ে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে চলেছে আল আমীন মিশন। সেই আল আমীন মিশনের মূল ক্যাম্পাস হাওড়ার খলতপুরে দুদিন ব্যাপী বার্ষিক ‘আল আমীন উৎসব’-এর সূচনা হবে আজ শনিবার। শুক্রবার থেকেই আল আমীন মিশনের বিশাল সুদৃশ্য ক্যাম্পাসে বিরাজ করছে উৎসবের আমেজ। শনিবার ও রবিবার দুদিনের অনুষ্ঠান সূচিতে রয়েছে রক্তদান শিবির, ২০২৪ শিক্ষাবর্ষের নিট, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফল অনুযায়ী প্রথম সারির শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা, সন্ধ্যাকালীন বর্তমান শিক্ষার্থীদের নিয়ে প্রতিযোগিতামূলক এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা ঘিরে। এই দুদিনে কয়েক হাজার স্ব-স্ব ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত প্রাক্তনীদের ভিড়ে মুখরিত হয়ে উঠবে আল-আমীন প্রাঙ্গণ তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাতে প্রস্তুত আল-আমিন মিশনের বর্তমান শিক্ষার্থীরা। ‘আল আমীন উৎসব’-এর পুনর্মিলন উৎসবের অঙ্গ হিসেবে রয়েছে রয়েছে প্রাক্তনীদের বৈঠক। মিশনের আগামীর পরিকল্পনা এবং সমাজকল্যাণের ভাবনা নিয়ে ওই বৈঠকে আলোচনা হবে। প্রথম দিনেই অতিথি ও বিশিষ্টজনদের সমাহারে আল আমীন মিশনে চাঁদের হাটকে স্মরণীয় করে রাখতে কোনোও খামতি রাখতে চান না মিশনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম। আল আমীন মিশনে উৎসবকে ঘিরে যে উন্মাদনা তাকে আরও উজ্জ্বল করে তুলতে নুরুল সাহেব সহ তাঁর গোটা টিমের তৎপরতা ছিল চোখে পড়ার মত। আল আমিন প্রাক্তনীদের কথায় ‘আল আমীন উৎসব’-এর পুনর্মিলন উৎসব আমাদের কাছে আবেগ। এম নুরুল ইসলাম সাহেব বলেন, ‘প্রতি বছর যেকোনো পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর আল-আমীন মিশনের ছাত্র-ছাত্রীদের জয়োচ্ছ্বাস সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। পড়ুয়াদের, অভিভাবকদের আর আল-আমীনের আনন্দ মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। সারাবছরের লেখাপড়ার কঠোর শ্রম থেকে একটু সরে এসে তখন মন চায় আনন্দোৎসবে যোগ দিতে। কিন্তু, উৎসবের সময় কোথায় ! ততক্ষণে হাজির নতুন ক্লাসের পড়া। তবু চাই পরস্পরের মিলন, চাই উৎসব। এ-বছর সেই মিলনোৎসব শনিবার ও রবিবার। উপস্থিত থাকবেন সম্মাননীয় অতিথিবৃন্দ এবং উজ্জ্বল প্রাক্তনীগণ। মিশনপ্রাঙ্গণ মুখর হয়ে উঠবে হাজার হাজার প্রাক্তন আর বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীর সক্রিয় যোগদানে।’ মিশনের মেইন ক্যাম্পাস খলতপুরে প্রাক্তনীদের পুনর্মিলন উৎসবে প্রাক্তনীদের সপরিবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য মিশন-পরিবারের পক্ষে থেকে আহ্বান জানিয়েছেন মিশনের সভাপতি আবু সালেহ মহ. রেজওয়ানুল করিম সুপারভাইজার সেখ মারুফ আজম।

সোনারপুরে দুয়ারে সরকার পরিদর্শনে জেলা শাসক

হাসান লস্কর ● সোনারপুর

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা জুড়ে ১৫৪০টি দুয়ারে সরকার ক্যাম্প রয়েছে বলে জানালেন জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা। ২৯টি ব্লক ও ৭টি পৌরসভা এলাকায় এই ক্যাম্পগুলি চলছে বলে জানান তিনি। স্থায়ী ক্যাম্পের পাশাপাশি ভ্রাম্যমান ক্যাম্পও রয়েছে। সোনারপুর ব্লকের বনহুগলী ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে কবি নজরুল বিদ্যালয়ের মাঠে দুয়ারে সরকারের শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। এই শিবির পরিদর্শন করেন জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা,উপস্থিত ছিলেন সোনারপুর উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা ফিরদৌসী বেগম, অতিরিক্ত জেলাশাসক ভাস্কর পাল, বারুইপুরের মহকুমা শাসক চিত্রদীপ সেন, সোনারপুর পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সেখ মুস্তাক ও প্রধান রুপালী নস্কর সহ অন্যান্য পঞ্চায়েত সদস্যরা। পরিষেবা নিতে বহু মানুষ এই ক্যাম্পে এসেছেন।

মেলা উপলক্ষে শান্তি কমিটির মিটিং লোকপুর থানায়

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: খয়রাশোল ব্লকের লোকপুর থানার সন্নিকটে শাল নদীর তীরে অবস্থিত খন্নি গ্রামে বিরাজমান হযরত সৈয়দ শাহতাজ ওলি।

মাজার শরীফ ঘিরে চার দিনব্যাপী বসে এক গ্রামীণ মেলা যাহা সম্প্রীতির মেলা হিসেবে এলাকায় পরিচিত। সেই মেলা ঘিরে যেন কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেই প্রেক্ষিতে লোকপুর থানার উদ্যোগে এলাকার দলমত জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মানুষজন নিয়ে লোকপুর থানা সভাকক্ষে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার। মেলায় বিগত দিনের ইতিহাস পুলিশী খাতায় নথিভূক্ত। অতএব সেই সমস্ত ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন না হয় এবং সুস্থ সুন্দরভাবে সকলের সহযোগিতায় সম্প্রীতি বজায় রেখে, দলমত নির্বিশেষে মেলাটি পালিত করার আহ্বান জানানো হয়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

গৃহবধূ বর্ণালী পাচ্ছেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কার

নকিব উদ্দিন গাজী ● কুলপি

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনা কুলপি ব্লকের কুলপি থানার অন্তর্গত করঞ্জলী নিশ্চিন্তপুরের প্রায় দু হাজার মহিলা স্বনির্ভর দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জৈব সার দিয়ে শীতকালীন সবজি ফুলকপি বাঁধাকপি লঙ্কা ক্যাপসিকাম ব্রকেলো হলুদ রঙের ফুলকপি ও গোলাপি রঙের বাঁধাকপি টমেটো চাষ করছেন চাষিরা। নিশ্চিন্তপুরের এক গৃহবধূ বর্ণালী ধারার হাত ধরে একে একে মহিলারা এভাবে স্বনির্ভর হচ্ছে। তিনি আর কিছুদিনের মধ্যেই রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পাবেন। বর্ণালীর হাত ধরে কয়েক হাজার মহিলারা এভাবে তাদের সংসারের সুফল এনেছে তারা খুশি এমন স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে পৌঁছে যাওয়ার জন্য খুশি পরিবারের স্বামী থেকে অন্যান্য সদস্যরা।বর্ণালী ধারা এবং তার স্বনির্ভর দলের এই কৃষি কাজে উন্নতি করাতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন কুলপি বিধানসভার বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার।

মাওলানা, হাফেজদের পাগড়ি প্রদান ডোমকলে

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: মুর্শিদাবাদের ডোমকল মহকুমার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসা জামিয়া আরাবিয়া বাহারুল উলুমে শুক্রবার এক বিশেষ সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পাগড়ী প্রদান করা হয়। মাদ্রাসার মাওলানা এবং কোরআনে হাফেজ সমাপ্তকারী শিক্ষার্থীদের পাগড়ি প্রদান করে সম্মানিত করা হয়। এবছর মাদ্রাসা থেকে মোট সাতজন শিক্ষার্থী মাওলানা ডিগ্রি সম্পন্ন করেন এবং তিনজন কোরআনে হাফেজ হন। সিলেবাসের হাদিসের শেষ পাঠ দেন বিশিষ্ট ইসলামি ব্যক্তিত্ব হযরত মুফতি মাওলানা নাসিরউদ্দিন কাসেমী চাঁদপুরী। তার জ্ঞানগর্ভ আলোচনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। পাঠ শেষে তিনি একটি বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করেন, যেখানে মানবজাতির কল্যাণ ও শান্তির জন্য দোয়া করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডোমকলের বিধায়ক জাফিকুল ইসলাম,ইমাম মুয়াজ্জিন সংগঠনের রাজ্য যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তথা মাদ্রাসার প্রাক্তন ছাত্র মাওলনা আব্দুর রাজ্জাক,বিশিষ্ট সমাজসেবী আব্দুল আলীম বাপি বিশ্বাস,সাংবাদিক খন্দকার ওমর ফারুক,সহ এলাকার অসংখ্য ধর্মপ্রাণ মুসলিম ভাই ও বোনেরা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। মাদ্রাসার প্রধান হুজুর জানান, “জামিয়া আরাবিয়া বাহারুল উলুম দীর্ঘদিন ধরে ইসলামী শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। আমাদের শিক্ষার্থীদের এমন সাফল্য আমাদের গর্বিত করে।”

নিয়োগীনগরে ইকরা এস ডব্লিউ এস মিশনের বার্ষিক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান

নাজমুস সাহাদাত ● কালিয়াচক

আপনজন: মালদা জেলার কালিয়াচক-৩ নং ব্লকের সব্দলপুর নিয়োগীনগরে ২০০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আল ইকরা এস ডব্লিউ এস মিশন। এটি জিডি স্টাডি সার্কেল দ্বারা পরিচালিত এবং একটি আদর্শ বাংলা মাধ্যম আবাসিক ও অনাবাসিক প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এদিন আল ইকরা মিশনের ১৫ বছর বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বিগত বছরের সকল প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা জানানো হয়। এছাড়াও ছিল বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, নবীন বরণ, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমি পরীক্ষার্থীদের বিদায়ী সংবর্ধনা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা: হাজেরুল ইবকার, কালিয়াচক হাই স্কুলের সহকারী শিক্ষক আনিকুল ইসলাম, মহব্বতপুর বর্ডারের বিএসএফ জওয়ানরা। এছাড়াও ছিলেন আল ইকরা এস ডব্লিউ এস মিশনের সভাপতি মোজিবুর রাহমান, সম্পাদক ডা: তাজামুল হক, মিশনের প্রধান শিক্ষক সুজয় প্রামাণিক ছাড়াও মিশনের সকল শিক্ষিকা এবং এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এদিনের অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি, গান ও নৃত্য, অতিথিদের বক্তব্য, গজল। শারীরিক সুস্থতার জন্যে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন ধরনের খেলায় অংশগ্রহণ করে মিশনের ছাত্রছাত্রীরা।

এই আল ইকরা এস ডব্লিউ এস মিশনের বিশেষত্ব হল শিক্ষার সাথে সাথে ভাষা ও চরিত্রের দিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব, ইংরেজি ও অঙ্ক বিষয়ে বিশেষ কোচিং-এর ব্যবস্থা, পড়াশুনা ছাড়াও অন্যান্য দিকে ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষত্ব খোঁজা, যেটা তার প্রকৃত মেধা, ছাত্র-ছাত্রীদের সেবা ও নিরাপত্তার জন্য দিবা-রাত্রি মাসি ও প্রহরির (গার্ড) এর ব্যবস্থা, সু-স্বাস্থ্য এবং রুচিসম্মত খাওয়ারের ব্যবস্থা, নজর দারির জন্য সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে, ছাত্র-ছাত্রীদের মাসিক পরিক্ষা এবং মক টেস্টের মাধ্যমে সঠিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা।

প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে রেল পুলিশের অভিযান

জিয়াউল হক ● ব্যান্ডেল

আপনজন: একদিন পরেই ২৬শে জানুয়ারি, ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস। এই দিনটি জাতীয়ভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় প্রশাসন থেকে শুরু করে রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে সুরক্ষার স্তর বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে এবং সাধারণ মানুষের সুরক্ষায় ব্যান্ডেল শাখার আরপিএফ (রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স) এবং জিআরপি (জেনারেল রেলওয়ে পুলিশ) সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। প্রতিটি ট্রেনে এবং স্টেশনের লাইনগুলিতে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। সমস্ত ট্রেনের ভেতরে আরপিএফ এবং জিআরপি কর্মীরা প্রতিটি কোচ পরিদর্শন করছেন।

সাধারণ মানুষকে সচেতন করার জন্য আরপিএফ নিরলসভাবে কাজ করছে। যাত্রীদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে ট্রেনের দরজার কাছে বসবেন বা দাঁড়াবেন না। কোনো ব্যাগ বা সামগ্রী বাইরে রাখবেন না। প্ল্যাটফর্মে অথবা ট্রেনের ভেতরে কোনো অজানা বস্তু দেখলে নিজে না ধরতে এবং তাৎক্ষণিকভাবে আরপিএফ-কে খবর দিতে। প্ল্যাটফর্মের হকার ও কুলিদেরও আরপিএফের সঙ্গে সহযোগিতার জন্য বলা হয়েছে।

বহরমপুরের স্কুলে ‘পরীক্ষা পে চর্চা’

হাসান বশির ● বহরমপুর

আপনজন: পরীক্ষা পে চর্চা- কে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়গুলি (কেভিএস) গত দুই বছর ধরে পরক্রম দিবস তথা নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মদিনে প্রতিযোগিতা পরিচালনা করে আসছে। এই বছরও এটি ব্যতিক্রম হয়নি। ২৩ জানুয়ারী, ২০২৫-এ পি এম শ্রী কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, বহরমপুরে একটি কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। “পরীক্ষা পে চর্চা” উদ্যোগের অংশ হিসাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পরীক্ষার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব প্রচারের জন্য এই উদ্যোগের সূচনা করেছিলেন। এই অনুষ্ঠানে ১০০ জন ছাত্র ছাত্রী (নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত) বিভিন্ন স্কুলের প্রতিনিধিত্ব করেছিল, যার মধ্যে জে এন ভি, বিষ্ণুপুর গার্লস হাই স্কুল, এলএমইটি এবং স্টিফেনস আইকনিক স্কুল অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রতিযোগিতার আগে ছাত্ররা ভারত হ্যায় হাম সিরিজের ৫টি নির্বাচিত পর্ব দেখেছিল।

‘আলোর সন্ধানে’র মোড়ক প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● স্বরূপনগর

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার স্বরূপনগর ব্লকের বালকী হাই স্কুলে আলোকধারা মুক্তমঞ্চে অনুষ্ঠিত হল আলোর সন্ধানে পত্রিকার নববর্ষ উৎসব। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিরাজুল ইসলাম ঢালী, প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের চট্টগ্রামের কবি ও সাহিত্যিক শিক্ষাবিদ সোহেল মো ফখরুদ-দীন সাহেব, ড. শক্তিনাথ সাহা, ড. মোস্তাফা আঃ কাইয়ুম, রেজানুল করিম, আজিজুল হক, জাহাঙ্গীর দেওয়ান সহ অন্যান্য বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিকগণ। উপস্থিত অতিথিবৃন্দ বাংলা সাহিত্য ও লিটিল ম্যাগাজিনের ভবিষ্যৎ নিয়ে বক্তব্য রাখেন। প্রকাশিত হয় আলোর সন্ধানে পত্রিকার অষ্টম বর্ষের নবম সংখ্যা। মোড়ক উন্মোচন করেন রেজানুর করিম সাহেব ও পত্রিকা সম্পাদক আনারুল হক সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ। এ দিন কবিতা পাঠের আসর ছাড়াও অনুষ্ঠিত হয় কবিতা আবৃত্তি, অংকন ও যেমন খুশি সাজো প্রতিযোগিতা।

পাটনা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস

নিজস্ব প্রতিবেদক ● তমলুক

আপনজন: পূর্ব মেদিনীপুর জেলার শ্যামসুন্দরপুর পাটনা উচ্চ বিদ্যালয় (উঃ মাঃ)-এর ৭৪ তম প্রতিষ্ঠা দিবস ও নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্ম জয়ন্তী উদযাপন হল গত ২৩ জানুয়ারি। বিদ্যালয়ের ২০২৫ শিক্ষাবর্ষের বাৎসরিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ওই দিন বিদ্যালয়ের হরিসাধন পাহাড়ী স্মৃতি মঞ্চে বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সকালে বর্নাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন স্কুলের প্রবীণ শিক্ষক বিকাশ চন্দ্র মন্ডল। বিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলন করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সেখ গোলাম মোস্তফা। দুপুরে হরিসাধন পাহাড়ী স্মৃতি মঞ্চে প্রদীপ জ্বালিয়ে এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক শীতলচন্দ্র মাইতি। সভাপতিত্ব করেন স্কুল পরিচালন সমিতির প্রাক্তন সম্পাদক কার্তিকচন্দ্র গোজ।

মাদ্রাসায় সবুজ-সাথীর সাইকেল বিলি

জে এ সেখ ● পূর্ব বর্ধমান

আপনজন: বর্ধমান -২ ব্লকের আটাঘর তাজপুর হাই মাদ্রাসায় সবুজ সাথী সাইকেল বিতরণ অনুষ্ঠান হল শুক্রবার। ৩৩ জন ছাত্রছাত্রীকে সাইকেল প্রদান করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান-২ পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি দেবদীপ রায়, জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কোনার, মাদ্রাসার সম্পাদক মাহমুদুল হক, ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সেখ সামসুদ্দিন সহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকা গণ। উল্লেখ্য এদিনের অনুষ্ঠানে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিভাগের প্রথম, দ্বিতীয়ও তৃতীয় স্থান অধিকারী ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয়। পাশাপাশি বার্ষিক পরীক্ষার প্রথম স্থান অধিকারী ছাত্রছাত্রীদেরও পুরস্কৃত করা হয়। পড়াশুনো ছাড়াও সারা বছরের ভালো আচরণ ও কার্যকরী কর্ম-প্রচেষ্টার জন্য ছাত্র ইমদাদুল সেখ কে “স্টুডেন্ট অফ দা ইয়ার”পুরস্কার দেওয়া হয়। এছাড়াও মানবিক ক্ষেত্রে নিজের ভাবনা-চিন্তাকে সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ছাত্রী কুলসুমা খাতুনকে পুরস্কার দেওয়া হয়।

সিপিএমের বিশেষ পদ দেবলীনাকে

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: নজিরবিহীন ভাবে প্রথম আদিবাসী মহিলা হিসাবে সিপিএম এর জেলা সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী দেবলীনা হেমব্রম। গতকাল দলের জেলা সম্মেলন শেষে বাঁকুড়া জেলা সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব নেন তিনি। জঙ্গলমহলের লড়াকু আদিবাসী নেত্রী দেবলীনা হেমব্রমের উপরে ভরসা করে জঙ্গলমহলে ঘুরে দাঁড়াবে সিপিএম। আশায় বাম নেতৃত্ব। সিপিএম এর ইতিহাসে জেলা সম্পাদক পদে আদিবাসী মহিলা নির্বাচিত হওয়ার নজির নেই। এই প্রথম বাঁকুড়া জেলায় সেই নজির গড়লেন দেবলীনা হেমব্রম। ১৯৯৬ সালে প্রথম রানীবাঁধ বিধানসভা থেকে সিপিএম এর বিধায়ক হিসাবে নির্বাচিত হন দেবলীনা হেমব্রম। ২০০১ সালে তিনি প্রতিদ্বন্দিতা করেননি। ২০০৬ সালে আবার রানীবাঁধ বিধানসভা থেকে নির্বাচিত হয়ে রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পান। ২০১১ সালে ফের বিধানসভায় জয়ী হন।

পুকুর থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার

সাবের আলি ● সালার

আপনজন: ১২ ঘন্টা নিখোঁজ থাকার পর বাড়ির কাছের পুকুর থেকে মৃতদেহ উদ্ধার এক ব্যক্তির। মৃত্যুর নাম নিরঞ্জন ঘোষ, বয়স ৬১ বছর ,ঘটনাটি ঘটে মুর্শিদাবাদ জেলার সালার থানার দক্ষিণখন্ড গ্রাম এলাকায়।

জানা যায় ওই ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে মৃগী রোগে আক্রান্ত ছিলেন, বৃহস্পতিবার দুপুর নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিলেন। তারপর থেকে খোঁজ না মিলায় খোঁজাখুঁজি শুরু হয়।প্রায় ১২ ঘন্টা পর শুক্রবার সকাল নাগাদ বাড়ির কাছে একটি পুকুরে নিরঞ্জন ঘোষের মৃতদেহ ভাসতে দেখেন গ্রামবাসীরা।

তারপর পুলিশকে খবর দেওয়ায় তড়িঘড়ি ঘটনাস্থানে পৌঁছান সালার থানার পুলিশ , ঘটনা স্থান থেকে উদ্ধার করে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা। পরে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য কান্দি মহকুমা হাসপাতাল মর্গে পাঠান সালার থানার পুলিশ। সূত্রে জানা যায় নিরঞ্জন ঘোষ দুই পুত্র সন্তান ও স্ত্রীকে নিয়ে সংসার করতেন।

গৃহবধূ খুনের অভিযোগ শ্বশুর বাড়ির বিরুদ্ধে

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: এক গৃহবধু কে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠলে শ্বশুর বাড়ির লোকজনদের বিরুদ্ধে। মৃত বধুর নাম অনিমা নস্কর(২১)।শুক্রবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত নিকারীঘাটা পঞ্চায়েতের কোড়াকাঠি গ্রামে।ক্যানিং থানার পুলিশ বধুর স্বামী অলক নস্কর কে আটক করেছে। পাশাপাশি মৃত বধুর দেহ ময়না তদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপের অনিমার সাথে বছর দেড়েক আগে বিয়ে হয় ক্যানিংয়ের কোড়াকাঠির অলক নস্করের সাথে। মৃত বধুর বাপের বাড়ির লোকজনদের অভিযোগ, ‘পণের জন্য অতিরিক্ত টাকা দাবী করে অনিমার উপর শারীরিক ও মানসিক ভাবে অত্যাচার করতো শ্বশুর বাড়ির লোকজন। এদিন সকালে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে ওই বধুর বাপের বাড়ির লোকজন অনিমাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

বাউড়িয়া থানার উদ্যোগে বৃক্ষ বিতরণ

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: বাউড়িয়া থানার উদ্যগে এবং “জোনাকি” স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের- পক্ষ থেকে সবুজান্নয়নের লক্ষ্যে শুক্রবার প্রায় ৫ হাজারেরও বেশি বৃক্ষ বিতরণ করা হল।উল্লেখ্য,স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকে এর আগে প্রায় ৭ হাজারের বেশি বৃক্ষরোপণ ও বৃক্ষ বিতরণ এবং নানা রকম সামাজিক কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল।তারই ফলস্বরূপ এদিন বাউড়িয়ার থানার আয়োজনে দক্ষিণা কালী মন্দিরের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এক সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।এদিনের এই কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়ার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক শুভম যাদব।তাঁর হাতে বৃক্ষ তুলে দেওয়া হয়।এদিনের এই অনুষ্ঠান থেকে এসডিপিও বৃক্ষরোপণের আহ্বান করেন উপস্থিত সকলকে।এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাউড়িয়া থানার ওসি শুভাশীষ ব্যানার্জি,জোনাকি সংগঠনের কর্ণধার শেখ ফারুক,বিশিষ্ট সমাজসেবী সেখ জুবের আলম সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

বইমেলায় হাইকোর্টের মিডিয়েশন কমিটির স্টল

পারিজাত মোল্লা ● কলকাতা

আপনজন: আগামী ২৮ শে জানুয়ারি সল্টলেকের করুণাময়ী বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন সেন্ট্রাল পার্কে শুরু হচ্ছে ৪৮ তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা। চলবে ৯ ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এবার বইমেলার ৫ নং গেটের কাছাকাছি ৩২১ নং স্টল থাকছে কলকাতা হাইকোর্টের মিডিয়েশন আন্ড কনসলিডেশন কমিটির। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে কলকাতা হাইকোর্টের মিডিয়েশন কমিটি কিভাবে মামলার পাহাড় কমাতে কার্যকরী ভূমিকা নিচ্ছে? তা বিভিন্ন বইয়ের পাশাপাশি মিডিয়েশন কমিটির সদস্যরা বইমেলায় আগতদের বিস্তারিত বর্ণনা দেবেন বলে জানা গেছে। কলকাতা হাইকোর্টের পরিচালনায় মিডিয়েশন কমিটি গোটা রাজ্যজুড়ে বছরভর কাজকর্ম চালাচ্ছে।

এক নম্বর ও দুই নম্বরের ফাইনাল

আপনজন ডেস্ক: নোভাক জোকোভিচ চোটের কারণে ছিটকে পড়ায় এক দিক থেকে এবারের অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনালটা অন্যরকমই হচ্ছে। পুরুষ এককের ফাইনালে যে মুখোমুখি হচ্ছেন র‍্যাঙ্কিংয়ের এক ও দুই নম্বর খেলোয়াড়। প্রথম সেমিফাইনাল থেকে জোকোভিচ নিজেকে প্রত্যাহার করে নেওয়ায় দুই নম্বর খেলোয়াড় জভেরেভ আগেই ফাইনালে উঠেছেন। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে যুক্তরাষ্ট্রের বেন শেলটনকে ৭-৬ (২), ৬-২, ৬-২ গেমে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছেন এক নম্বর খেলোয়াড় ইয়ানিক সিনার।

এই নিয়ে হার্ড-কোর্টের গ্র্যান্ড স্লামে টানা তৃতীয় ফাইনালে উঠলেন সিনার, গত বছর তিনি জিতেছিলেন অস্ট্রেলিয়ান ও ইউএস ওপেন। জভেরেভের সঙ্গে ফাইনাল খেলতে নামার আগে আজকের জয়ে হার্ড-কোর্টের গ্র্যান্ড স্লামে অপরাজিত ম্যাচের সংখ্যাটা কুড়িতে নিয়ে গেছেন সিনার। শেলটনের সঙ্গে ২ ঘণ্টা ৩৬ মিনিটের লড়াইয়ে পাওয়া জয়টি সিনারকে আরেকটি কীর্তি গড়ার সুযোগ এনে দিয়েছে। রাফায়েল নাদালের পর প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে তিনি একই টুর্নামেন্টে নিজের প্রথম গ্র্যান্ড স্লামের শিরোপা ধরে রাখার সামনে দাঁড়িয়ে। নাদাল ২০০৫ সালে প্রথম ফ্রেঞ্চ ওপেন জয়ের পর ২০০৬ সালে সেটি ধরে রাখতে পেরেছিলেন।

জাতীয় গেমসে পদক জিতলেই মিলবে চাকরি, ঘোষণা রাজ্যের

আপনজন ডেস্ক: আর দিন তিনেক পর শুরু হতে চলেছে এ বারের জাতীয় গেমস। তার আগে রাজ্য ক্রীড়া দফতরের বড় ঘোষণা। জাতীয় গেমসে পদক জিতলেই এ বার চাকরি দেবে রাজ্য সরকার। বাংলার অ্যাথলিটদের জন্য যা সুখবর বলা চলে। উত্তরাখণ্ডে ২৮ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে ন্যাশনাল গেমস। যা চলবে ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। তার আগে বাংলার অ্যাথলিটদের চাকরি দেওয়ার কথা বলে বড় ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। দীর্ঘ ৮ বছর পর সন্তোষ ট্রফিতে বাংলা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। আর সব মিলিয়ে ৩৩ বার ভারত সেরা বাংলা। ওই টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরই বাংলা দলের ফুটবলারদের পুলিশের চাকরি দিয়েছে রাজ্য সরকার। নবান্নে সন্তোষজয়ী বাংলা টিমের ফুটবলার, কোচ ও টিমের সাপোর্ট স্টাফদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল। রবি হাঁসদা, চাকু মান্ডিরা বাংলার মুখ উজ্জ্বল করায় চ্যাম্পিয়ন দলকে শুভেচ্ছাও জানিয়েছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। এ বার বাংলার অ্যাথলিটদের জন্যও বড় ঘোষণা। সেখানেই শেষ নয়। সঙ্গে থাকছে নগদ পুরস্কার। বাংলার কোনও অ্যাথলিট জাতীয় গেমসে সোনা জিতলে ৩ লক্ষ টাকা, রুপো পেলে ২ লক্ষ টাকা এবং ব্রোঞ্জ পেলে ১ লাখ টাকা পুরস্কার পাবেন। রাজ্য ক্রীড়া দফতরের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, জাতীয় গেমসে সোনাজয়ীদের এসআই পদমর্যাদা, রুপো পেলে এএসআই আর ব্রোঞ্জ পেলে মিলবে কনস্টেবল পদমর্যাদার চাকরি।

স্বাভাবিকভাবেই রাজ্য সরকারের এই ঘোষণা বাংলার অ্যাথলিটদের মুখে হাসি ফোটাবে।

হলান্ড নাকি এমবাপ্পে, রোনাল্ডোর গোলের রেকর্ড ভাঙবেন কে

আপনজন: চ্যাম্পিয়নস লিগে লম্বা সময় ধরে দাপট দেখিয়েছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। এর মধ্যে ব্যক্তিগত অনেক রেকর্ডে নিজের একাধিপত্যও প্রতিষ্ঠা করেছেন পর্তুগিজ মহাতারকা। আর দলীয়ভাবে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে জিতেছেন ৫টি চ্যাম্পিয়নস লিগ শিরোপা। ইউরোপে শ্রেষ্ঠত্বের মঞ্চে এমন অপ্রতিরোধ্য পারফরম্যান্সের কারণে তাঁকে 'ইউরোপের রাজা'ও বলা হয়। এই মঞ্চে লিওনেল মেসিও রোনাল্ডোর চেয়ে খানিকটা পিছিয়ে। গোলের কথাই ধরা যাক। চ্যাম্পিয়নস লিগে সবচেয়ে বেশি ১৮০ ম্যাচ খেলে রোনাল্ডো গোল করেছেন ১৪০টি। এই রেকর্ডে রোনাল্ডোর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী লিওনেল মেসির গোল ১৬৩ ম্যাচে ১২৯টি। রোনাল্ডো ও মেসি দুজনই এখন খেলেন ইউরোপের বাইরে। ক্যারিয়ার শেষ করার আগে এই মঞ্চে আবার ফিরবেন, সেই সম্ভাবনাও নেই বললে চলে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, রোনাল্ডোর ১৪০টি চ্যাম্পিয়নস লিগ গোলের রেকর্ড কে ভাঙবেন? বর্তমান সময়ে এমন কোনো তরুণ কি আছেন, যিনি ভবিষ্যতে রোনাল্ডোর এই রেকর্ড ভাঙতে পারবেন? রোনাল্ডোর রেকর্ডে যাঁরা ভাঙতে পারেন, সম্ভাব্য সেই তালিকায় সবার আগে যে দুজনের নামবে আসে, তাঁরা কিলিয়ান এমবাপ্পে ও আর্লিং হলান্ড। যদিও রেকর্ড ভাঙার জন্য এ দুজনকে এখনো পাড়ি দিতে হবে অনেক লম্বা পথ। চ্যাম্পিয়নস লিগে রোনাল্ডোর রেকর্ড ভাঙতে শুরুতেই পক্ষে পেতে হবে ফিটনেসকে। লম্বা সময় ধরে খেলা ছাড়া এই রেকর্ড ভাঙার সুযোগ নেই বললেই চলে। রোনাল্ডো এখন পর্যন্ত প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলা ফুটবলার। দুর্দান্ত ফিটনেসের কারণেই তাঁর পক্ষে এত লম্বা সময় ধরে খেলা সম্ভব হয়েছে। শুধু ফিটনেসই আবার যথেষ্ট না। লম্বা সময় ধরে ধারাবাহিকভাবে গোলও করতে হবে, যা 'সিআর সেভেন' করেছেন। এরপর প্রয়োজন সতীর্থদের সহযোগিতা। ২৬ বছর বয়সী এমবাপ্পে এখন পর্যন্ত ৮০ ম্যাচে করেছেন ৫১ গোল। এ পরিস্থিতিতে রোনাল্ডোর রেকর্ড ছুঁতে হলে এমবাপ্পেকে করতে হবে আরও ৮৯ গোল। কাজটা অসম্ভব না হলেও কঠিন তো বটেই। ফিটনেসের দিক থেকে এমবাপ্পে সে অর্থে চোটপ্রবণ খেলোয়াড় নন। ফলে তাঁর ক্যারিয়ার লম্বা হতেও পারে। আর এমবাপ্পে গোল করার ক্ষেত্রেও বেশ কার্যকর। তাঁর জন্য আরেকটি ইতিবাচক দিক হচ্ছে, আশাপাশে থাকা খেলোয়াড়েরা। রিয়াল মাদ্রিদে ভিনিসিয়ুস জুনিয়র, জুড বেলিংহাম ও রদ্রিগোরা নিঃস্বার্থভাবে এমবাপ্পেকে বলের জোগান দিচ্ছেন। এরই মধ্যে এমবাপ্পেকে সফল করার জন্য নিজের সর্বোচ্চটা করার কথা বলেছেন ভিনি। এখন রিয়ালে যদি এমবাপ্পে ৮-১০ বছরের খেলে যেতে পারেন, তবে একপর্যায়ে রোনাল্ডোর রেকর্ড ভেঙেও যেতে পারে।

৬৮ তম জাতীয় স্কুল যোগাসন প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় হল রায়দীঘির সুপ্রসাদ মিস্ত্রি

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● রায়দীঘি

আপনজন: খেলাধুলার জগতে দক্ষিন ২৪ পরগনা তাঁর নাম অক্ষুন্ন রেখে চলেছে। ৬৮ তম জাতীয় স্কুল যোগাসন প্রতিযোগিতায় এবার পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি দলে অংশ নিয়েছিলেন মথুরাপুর ২ নং ব্লকের সুপ্রসাদ মিস্ত্রি। মহারাষ্ট্রের পুনের কোলহাপুরে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গের টিম দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। পাঁচ সদস্যের সেই টিমে অনূর্ধ্ব ১৭ বিভাগে ছিল সুপ্রসাদ। এদিকে পশ্চিমবঙ্গের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করায় এলাকায় সুপ্রসাদের খ্যাতি ছড়িয়েছে। স্কুলে আসার পর তাঁর কাছ থেকে তাই যোগাসন শিখতে চাইছেন অনেকে। ছোট্ট সুপ্রসাদ স্কুলেই যোগাসন দেখাচ্ছেন সকলকে।সুপ্রসাদের এই সাফল্যে শুধু তাঁর বাবা-মাই খুশি নয়,গর্বিত এলাকার মানুষ ও।বর্তমানে রায়দীঘির দিঘীরপাড় করালি চক হাইস্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র এই সুপ্রসাদ মিস্ত্রি। অত্যন্ত গরীব পরিবারে জন্ম গ্রহন করে এই সুপ্রসাদ। দুই ভাই বোনের মধ্যে বড় সুপ্রসাদ। তাঁর এই সাফল্য নিয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রভাত কুমার মন্ডল বলেন,স্কুলের অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র সুপ্রসাদ।ওর এই সাফল্য শুধু আমাদের বিদ্যালয়কে নয়, সুন্দরবনের মানুষজনকে গর্বিত করেছে। আমরা ওর আগামী জীবনের সাফল্য কামনা করি।সুপ্রসাদ এ বার দলগত বিভাগ ছেড়ে একক বিভাগে অংশ নিতে চায়। বর্তমানে প্রতিযোগিতা থেকে ফিরে স্কুলে আসার পর থেকে স্কুলে অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে সে হিরো হয়ে উঠেছে।আর সে চায় আগামী দিনে দেশের হয়ে বিদেশের মাটিতে প্রতিনিধিত্ব করতে।

ওয়ানডেতে কেউ না থাকলেও বর্ষসেরা টেস্ট দলে ভারত-ইংল্যান্ডের দাপট

আপনজন ডেস্ক: ভারত ও ইংল্যান্ডের কোনো প্রতিনিধিই ছিল না বর্ষসেরা ওয়ানডে দলে। তবে বছরের সেরা টেস্ট দলে এই দুই দেশের ক্রিকেটারদেরই আধিপত্য। আছেন ৭ জন। বর্ষসেরা টেস্ট দলে নিউজিল্যান্ডের আছেন দুজন, অস্ট্রেলিয়া ও শ্রীলঙ্কার একজন করে। আজ টেস্টের সেরা একাদশ ঘোষণা করেছে আইসিসি।

টেস্ট দলের অধিনায়কত্বের দায়িত্বে অস্ট্রেলিয়ার প্যাট কামিন্স। যদিও তাঁর জন্য এটি নতুন কিছু নয়। আগের বছরও বর্ষসেরা টেস্ট দলের অধিনায়ক ছিলেন তিনি।

২০২৪ সালে কামিন্স অধিনায়ক হিসেবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নিউজিল্যান্ড ও ভারতের বিপক্ষে সিরিজ জয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ব্যাট-বল হাতেও দারুণ পারফরম্যান্সই করেছেন কামিন্স। নিয়েছেন ৩৭ উইকেট, ব্যাট হাতে লোয়ার অর্ডারে নেমে ২৩.৫৩ গড়ে করেছেন ৩০৬ রান।

বর্ষসেরা টেস্ট দল:

যশস্বী জয়সোয়াল, বেন ডাকেট, কেইন উইলিয়ামসন, জো রুট, হ্যারি ব্রুক, কামিন্দু মেন্ডিস, জেমস স্মিথ, রবীন্দ্র জাদেজা, প্যাট কামিন্স (অধিনায়ক), ম্যাট হেনরি ও যশপ্রীত বুমরা।

২০২৪ সালে টেস্টে সর্বোচ্চ রান ছিল জো রুটের (১৫৫৬)। তালিকায় এর পরের দুটো নাম দুই বাঁহাতি ওপেনার যশস্বী জয়সোয়াল (১৪৭৮) ও বেন ডাকেটের (১১৪৯)। এই তিনজনই আছেন বর্ষসেরা টেস্ট দলে। ওপেনার হিসেবেই থাকছেন জয়সোয়াল ও ডাকেট। রুট আছেন ৪ নম্বর পজিশনে। আইসিসির করা তালিকা অনুযায়ী তিন নম্বরে খেলবেন নিউজিল্যান্ডের কেইন উইলিয়ামসন। বছরটাতে চোটের সঙ্গে লড়তে হয়েছে উইলিয়ামসনকে। এরপরও প্রায় ৬০ গড়ে রান করেছেন ১০১৩। মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান হিসেবে থাকবেন হ্যারি ব্রুক, কামিন্দু মেন্ডিস ও জেমি স্মিথ। মাত্র ২৫ বছর বয়সেই ইংল্যান্ড টেস্ট দলের তারকা বনে গেছেন ব্রুক। তাঁর ব্যাটে এসেছে গত বছরের চতুর্থ সর্বোচ্চ ১১০০ রান।

গড়ের দিক থেকে কামিন্দু ছাড়িয়ে গেছেন সবাইকে। প্রায় ৭৫ গড়ে ব্যাটিং করেছেন শ্রীলঙ্কার এই ব্যাটসম্যান। সেঞ্চুরি করেছেন ৫টি। গত বছর টেস্টে তাঁর চেয়ে বেশি সেঞ্চুরি করেছেন শুধু রুট—৬টি। ইংল্যান্ডের স্মিথের টেস্ট অভিষেকই হয়েছে ২০২৪ সালে। জুলাইয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে অভিষেক হওয়া এই উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ইংল্যান্ডকে বেশ কয়েকবার বাঁচিয়েছেন। ৪২.৪৬ গড়ে রান করেছেন ৬৩৭। উইকেটের পেছন থেকে করেছেন ৩২ ডিসমিসালস।

একমাত্র স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার হিসেবে আছেন রবীন্দ্র জাদেজা। ৫২৭ রান ৪৮ উইকেট—তাকে না নিয়ে আর উপায় কী! কামিন্সের সঙ্গে পেস বোলার হিসেবে থাকছেন ম্যাট হেনরি ও যশপ্রীত বুমরা। নিউজিল্যান্ডের হেনরি গত বছর উইকেট নিয়েছেন ৪৮টি, যা বছরের চতুর্থ সর্বোচ্চ। বুমরার কি পরিসংখ্যান বলতে হবে? বলেই দেওয়া যাক। ৭১ উইকেট নিয়েছেন; যা বছরের সর্বোচ্চ।

জলঙ্গি ব্লক স্তরীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সম্পূর্ণ

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি ব্লকের ব্লক স্তরের হাইস্কুল,হাই মাদ্রাসা ও এমএসকে এর ৩৭ টি স্কুলের প্রায় ছয়শো ছাত্র ছাত্রী দের নিয়ে সাদিখান দেয়ার হাই স্কুল মাঠে ৬৮ টি ইভেন্টে এর খেলায় অংশগ্রহণ করেন।এদিনের খেলার সমস্ত ইভেন্টের প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জন কারীদের হাতে পুরস্কার ও সার্টিফিকেট তুলে দেন।এদিনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জলঙ্গীর বিডিও সুব্রত মল্লিক,পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কবিরুল

ইসলাম,শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ সাবিনা ইয়াসমিন ,পঞ্চায়েত সমিতির জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ঊর্মিলা বিবি, মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ দেবাশীষ হালদার,ফরিদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সাকিলা বেগম,বিশিষ্ট সমাজসেবী মামুন রেজা বিশ্বাস,সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পাশাপশি একাধিক স্কুলে প্রধান শিক্ষক সহ সহকারী শিক্ষক গণ। এদিনের খেলা শেষে সকল অতিথি গণ খেলার সার্বিক সাফল্য কামনা করেন।খেলার আহ্বায়ক বলেন বিগত দিনের সর্বাধিক স্কুল এই বছর খেলায় অংশ গ্রহণ করেছে আগামীতে আর বেশি স্কুল যেনো খেলায় অংশ গ্রহণ করে সেই চেষ্টা করবো আমরা।ব্লক লেভেল খেলায় যারা প্রথম স্থান অর্জন করবে তারা মহকুমায় খেলার সুযোগ পাবে ,এই ভাবে আমাদের ব্লকের নাম উজ্জ্বল করবে ছাত্র ছাত্রীরা বলে জানান।

নবাবপুর অঞ্চল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন মাঠে প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

সেখ আব্দুল আজিম ● চন্ডীতলা

আপনজন: নবাবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং শিশু শিক্ষা ও মাদ্রাসা সমূহের ৪৪ তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল নবাবপুর অঞ্চল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন মাঠে। আজকের ক্রিড়া প্রতিযোগিতায় নবাবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত বিদ্যালয় স্কুল শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে। এছাড়া নবাবপুর হাই মাদ্রাসা উচ্চ মাধ্যমিকের কয়েকজন শিক্ষক সহযোগিতা সুন্দরভাবে খেলা পরিচালনা করেন। প্রতিযোগীদের প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় স্থান ছাত্র ছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয়। উপস্থিত ছিলেন চন্ডীতলা ১ নম্বর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মলয় খাঁ মহাশয় এছাড়া নবাবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রিনা সাঁতরা উপপ্রধান জাহাঙ্গীর মল্লিক ও আনিসুর রহমান নস্কর ছাড়াও নবাবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন এবং নবাবপুর হাই মাদ্রাসা উচ্চ মাধ্যমিকের প্রধান শিক্ষক জনাব ফাসিহুর রহমান সিদ্দিকী ও এলাকার বিশিষ্ট গুরুজনেরা। উক্ত ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সভাপতি নবাবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রিনা সাঁতরা এবং নবাবপুর জুনিয়র মাদ্রাসার শিক্ষক সম্পাদক ক্রীড়া কমিটি সৈয়দ ইফতেকার আলী জানালেন পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুরু হয় আরো জানালেন ভালোভাবেই ক্রিয়া প্রতিযোগিতা সমাপ্ত হয়েছে।

আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু সুতি এমএলএ কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: নেতাজীর জন্মজয়ন্তীতে শুরু হয়ে গেল মুর্শিদাবাদের সুতির ছাবঘাটি কে.ডি বিদ্যালয় ময়দানে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়ে গেল সুতি এমএলএ কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। বৃহস্পতিবার জমজমাট আবহে শুরু হয় প্রতি বছরের মতো ১২ দলীয় নক আউট এই ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। খেলার মাঠে অভিনব উদ্যোগ নিয়ে সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে মাঠ পরিক্রমা শুরু হয়। তারপরেই নেতাজীর জন্মজয়ন্তীতে নেতাজির ছবিতে মাল্যদান করার পাশাপাশি পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে শুরু হয় খেলা। উদ্বোধনী পর্বে ছাবঘাটি কে.ডি বিদ্যালয় মাঠে উপস্থিত ছিলেন সুতির বিধায়ক ঈমানি বিশ্বাস, সুতি-১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি সেরাজুল ইসলাম, সুতি-২ ব্লক পঞ্চায়েত সমেতির সভাপতি সাহানাজ বিবি, সুতি-২ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি মাসুদরানা এবং জেলা পরিষদ সদস্য ছাড়াও পঞ্চায়েত প্রধান সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা। প্রথমদিন অরঙ্গাবাদ দুই নম্বর পঞ্চায়েত ও উমরাপুর পঞ্চায়েত টিমের মধ্যে খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন খেলা দেখতে ভিড় জমান বহু দর্শক। কার্যত টানটান ক্রিকেট উত্তেজনার আবহের মধ্যেই খেলা শুরু হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে, অন্যান্য বছরের মতো এবছরও বৃহস্পতিবার ২৩ শে জানুয়ারী থেকে বিধায়ক ঈমানি বিশ্বাসের উদ্যোগে শুরু হয়েছে সুতি এমএলএ কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে আগামী ৮ ই ফেব্রুয়ারি ফাইনাল খেলার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হবে সুতি এমএলএ কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট।

এমসিসির চেয়ারম্যান সাঙ্গাকারা, পরামর্শক পদে জয় শাহ

আপনজন ডেস্ক: এমসিসির 'ওয়ার্ল্ড ক্রিকেট কমিটি' বদলে আরো বৃহত্তর ভূমিকা নিয়ে গঠিত হয়েছে এমসিসি 'ওয়ার্ল্ড ক্রিকেট কানেক্টস অ্যাডভাইজরি বোর্ড।' এই পরামর্শক কমিটির প্রথম চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পেয়েছেরন এমসিসির সাবেক চেয়ারম্যান ও শ্রীলঙ্কার সাবেক অধিনায়ক কুমার সাঙ্গাকারা।

১৩ সদস্যের বোর্ডে আছেন সৌরভ গাঙ্গুলি, গ্রায়েম স্মিথ ও অ্যান্ড্রু স্ট্রাউসের মতো ক্রিকেটের সাবেক তারকারা। তবে এই কমিটির উল্লেখযোগ্য একটি নাম আইসিসির বর্তমান চেয়ারম্যান ও ভারতীয় বোর্ডের সাবেক সচিব জয় শাহ।

ক্রিকেটের বৈশ্বিক অবস্থা পর্যালোচনারজন্য এক শর বেশি ক্রিকেট ব্যক্তিত্বকে নিয়ে গত বছর ওয়ার্ল্ড ক্রিকেট কানেক্টস ফোরাম আয়োজন করেছিল এমসিসি। লর্ডসে সেই আয়োজনে আমন্ত্রণ পাননি জয় শাহ। তাকে এবার রাখা হলো প্রথম গঠিত বোর্ডে।

এমসিসির ক্রিকেট কমিটি পথচলা শুরু হয়েছিল ২০০৬ সালে। সম্পূর্ণ স্বাধীন এক কমিটির কোনো আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা ছিল না, তবে সমসাময়িক ক্রিকেটের প্রাসঙ্গিক অনেক কিছু নিয়ে আলোচনা করত এই কমিটি এবং আইন-কানুনসহ নানা পরিবর্তন ও ক্রিকেটের ভালো-মন্দ নিয়ে সুপারিশ করত। তাদের সুপারিশের ভিত্তিতেই আইসিসির সভায় বিভিন্ন পরিবর্তন নিয়ে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হতো। ডিআরএস চালু করা, গোলাপি বলে দিবা-রাত্রি টেস্ট, আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ, ব্যাটের আকার, গত দেড় যুগে ক্রিকেটের ছোট-বড় এরকম অনেক পরিবর্তন এসেছে ক্রিকেট কমিটির সুপারিশেই। সাবেক ক্রিকেটার, কোচ, আম্পায়ার, ক্রিকেট ব্যক্তিত্বরা থাকতেন এই কমিটিতে। সম্মানজনক এই কমিটিতে ২০১৭ সালে জায়গা পেয়েছিলেন বাংলাদেশের কিংবদন্তি সাকিব আল হাসানও। এবার আরো বৃহত্তর ভূমিকা নিয়ে গঠিত হয়েছে ওয়ার্ল্ড ক্রিকেট কানেক্টস অ্যাডভাইজরি বোর্ড।

এমসিসি বৃহস্পতিবার জানায়, লর্ডসে দ্বিতীয় ওয়ার্ল্ড ক্রিকেট কানেক্টস ফোরাম হবে এবারের টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের আগে আগামী ৭ ও ৮ জুন। এরপরই ওয়ার্ল্ড ক্রিকেট কানেক্টস অ্যাডভাইজরি বোর্ডের প্রথম সভা হবে। এছাড়া বছরজুড়েই অনলাইনে সংযুক্ত থাকবে এই বোর্ড বা প্রয়োজন অনুযায়ী সভা করবে।

ওয়ার্ল্ড ক্রিকেট কানেক্টস অ্যাডভাইজরি বোর্ড:

কুমার সাঙ্গাকারা (চেয়ারম্যান, সাবেক শ্রীলঙ্কা অধিনায়ক)
আনুরাগ দাহিয়া (আইসিসির প্রধান বাণিজ্যিক কর্মকর্তা)
ক্রিস দেরিং (ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রধান নির্বাহী)
সৌরভ গাঙ্গুলি (সাবেক ভারতীয় অধিনায়ক ও ভারতীয় বোর্ডের সাবেক প্রধান)
সানযোগ গুপ্তা (জিওস্টার স্পোর্টসের প্রধান নির্বাহী)
মেল জোন্স (সাবেক অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার ও ধারাভাষ্যকার)
হিদার নাইট (ইংল্যান্ড নারী দলের বর্তমান অধিনায়ক)
ট্রুডি লিন্ডব্লেড (ক্রিকেট স্কটল্যান্ডের প্রধান নির্বাহী)
হিথ মিলস (ওয়ার্ল্ড ক্রিকেটার্স অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান)
ইমতিয়াজ প্যাটেল (সুপারস্পোর্টের সাবেক চেয়ারম্যান)
জয় শাহ (আইসিসি চেয়ারম্যান ও ভারতীয় বোর্ডের সাবেক সচিব)
গ্রায়েম স্মিথ (সাবেক দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক ও এসএ টোয়েন্টির কমিশনার)
অ্যান্ড্রু স্ট্রাউস (সাবেক ইংল্যান্ড অধিনায়ক)

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**